Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইলমের গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুমাইয়া জান্নাত

রোলঃ 23100120285

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইলমের গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুমাইয়া জান্নাত

রোলঃ 23100120285

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইলমের গুরুত্ব ও ফজিলত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সুমাইয়া জান্নাত, আইডিঃ 23100120285 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ইলমের গুরুত্ব ও ফজিলত ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

সুমাইয়া জান্নাত

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সুমাইয়া জান্নাত

আইডিঃ 23100120285

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

লেখকের কলাম....................6
ভূমিকা....................7
ইলমের পরিচয়....................9
ইলমের বৈশিষ্ট্য সমূহ....................11
ইলমের প্রকারভেদ....................22
দ্বীনি শিক্ষা এবং দুনিয়াবি শিক্ষা....................34
ইলমের গুরুত্ব....................39
জ্ঞানী ও মূর্খের মাঝে পার্থক্য....................44
ইলম অন্বেষণের বিধান....................48
ইলমের জন্য মেহনত....................52
ইলম অন্বেষণের মর্যাদা ও ফযীলত....................57
ইলম প্রচারে প্রতিযোগিতা....................61
ইলম হলো উত্তম জিহাদ....................65
তালেবে ইলম হওয়া....................68
ইলম অন্বেষণকারীর আদব কায়দা....................75
কুরআন সুন্নাহর আলোকে ইলম হাসিল....................86
শিক্ষার্থী হিসেবে করনীয় ও বর্জনীয় বিষয়সমূহ....................89
রবের কাছে ইলম অর্জনকারীর মর্যাদা....................95
বড়দের দ্বীনি শিক্ষা....................98
ইলম শিক্ষার সঠিক পদ্ধতি....................100
অফলাইনে পড়াশোনা নাকি অনলাইনে?....................103
ইলমের ধারক বাহকগণকে সম্মান করা....................105
নারীদের ইলম অর্জন করা....................108

ইলম থেকে মাহরাম হওয়ার কারণ ও প্রতিকার 113

ইলমের বরকত অর্জনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ আমল:..118

উপসংহার 120

তথ্যসূত্র:...121

লেখকের কলাম

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِين

আলহামদুলিল্লাহ। সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার জন্য যার অপার অনুগ্রহে এত বড় একটি কাজ শেষ করতে পেরেছি। শুকরিয়া আদায় করছি মহান আল্লাহর যিনি দয়া ও মায়া করে আমাকে এত বড় একটি কাজ শেষ করার তৌফিক দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলার দয়ায় চেষ্টা করেছি অ্যাসাইনমেন্টটি ভালোভাবে সম্পূর্ন করতে। আল্লাহ তায়ালা যেন আমার কাজটি কবুল করে নেন,সেই দোয়া প্রার্থী।এই কাজ সম্পূর্ন করতে গিয়ে আমার দেওয়া সময় এবং শ্রম যেন আল্লাহ তায়ালা কবুল করে নেন,এর মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান দ্বারা মহান রব আমাদের দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জাহানের কামিয়াবি দান করুক আমীন।

মহান রব আমাদের সম্মানিত উস্তাযগণকে উত্তম প্রতিদান দান করুক যারা তাদের মূল্যবান সময় ও শ্রম দিয়ে আমাদেরকে দ্বীনি শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন।

পরিশেষে বলব, মানুষ মাত্রই ভুল। আমার এই অ্যাসাইনমেন্ট এ কোন অসংগতি বা ভূল পেলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং আমাকে জানাবেন।

জাজাকুমুল্লাহ খায়র।

সুমাইয়া জান্নাত।
ইমেইল: sumaiyasweety96@gmail.com

ভূমিকা

ইসলামে জ্ঞানার্জনের বিকল্প কিছু নেই। প্রবহমান কাল হতে ইসলাম জ্ঞানের আলোকবর্তিকা দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে শুরু করেছে।ইলম বা জ্ঞান ছাড়া জাতিকে পথ প্রদর্শন করা সম্ভব নয়। অতীতের ইতিহাস থেকে আমরা জানি, যখন কোন জাতি অন্যায়, অপকর্মে লিপ্ত হয়েছে, তখনই আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ঐ জাতির নিকট একজন নবীকে ওহীর জ্ঞানসহ পাঠিয়েছেন।। জাহেলিয়াতের যুগে আরবরা লুটতরাজ, রাহাজানি,যেনা ব্যাভিচার সহ যাবতীয় অন্যায় ও পাপকাজে লিপ্ত ছিল।বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীর্ঘ ২৩ বছরের নবুয়াতী যিন্দেগিতে পর্যায়ক্রমে ওহীর জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষদেরকে জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছিলেন। বর্তমান বিশ্বে সূদ,ঘুষ,খুন, ছিনতাই, ডাকাতি, রাহাজানি,যেনা ব্যাভিচার ইত্যাদির জয়জয়কার চলছে।এখান থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার অন্যতম উপায় হলো প্রকৃত শিক্ষা।

ইলমের মাধ্যমেই মানুষ তার রবকে চিনতে পারে। ভালো -মন্দ, সত্য-মিথ্যা, এবং হক-বাতিলের মাঝে পার্থক্য করতে পারে। উন্নতি-অগ্রগতি এবং উভয় জাহানের শান্তি, সফলতা পাওয়ার জন্য ইলম শেখা এবং সে অনুযায়ী আমল করার বিকল্প নেই। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি ফজর সালাতের পর এই বলে দুয়া করতেন যে,

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ قَالَ:
«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا»

উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ ফজরের সালাত আদায় শেষে বলতেন—
“হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট উপকারী জ্ঞান, পবিত্র রিযিক এবং কবুলযোগ্য আমল প্রার্থনা করছি।”

রেফারেন্স:
সুনান ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৯২৫।
মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং ২৬৫৬৩।
আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ, হাদীস নং ১০২।

জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই করনীয় হল জানা বিষয়গুলো মানুষের নিকট প্রচার করা।যেমন আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা নবীদের (সা:) নিকট অহি প্রেরণের পর তা মানুষের নিকট প্রচারের নির্দেশ দেন। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

“হে রাসূল, পৌঁছে দিন আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে।আর যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে আপনি তাঁর পয়গাম কিছুই পৌঁছালেন না, আল্লাহ আপনাকে মানুষের কাছ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফেরদের পথ প্রদর্শন করেন না।”(সূরা আল মায়েদা, আয়াত:৬৭)।

ইসলাম নারী -পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য না করে উভয়কেই সমভাবে জ্ঞানার্জনের আদেশ দিয়েছে। কুরআন সকল পাঠককেই আদেশ করেছে পড়তে, চিন্তা-গবেষনা করতে, অনুধাবন করতে, এমনকি প্রকৃতির মাঝে লুকায়িত বিভিন্ন নিদর্শন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে।

ইলমের পরিচয়

‘ইলম’ আরবী শব্দ العلم মাছদার থেকে আগত যার অর্থ জ্ঞান, বুদ্ধি,জানা, উপলব্ধি করা ইত্যাদি।এটি অজ্ঞতার বিপরীত। কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইলম হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে নুর, যা মানুষকে জান্নাতের পথ দেখায় এবং দুনিয়া ও আখেরাতে উচ্চ মর্যাদা দান করে।

আল্লাহ সুবহানাহু তা’আলার ভাষায়,

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

”...বলো,যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে? চিন্তা ভাবনা শুধু তারাই করে যারা বুদ্ধিমান।”(সূরা যুমার, আয়াত:৯)।

এখানে মূলত আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা জ্ঞানবান ও জ্ঞানহীনদের তুলনা করেছেন। কেননা যারা জ্ঞানবান মানে যাদের কাছে জ্ঞান আছে তারা কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ তা বুঝতে পারে,হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে , অন্যদিকে যারা জ্ঞানহীন তারা যেন চোখ থাকতেও অন্ধের মতো কেননা না জানার দরুন তাদের অন্তর তালাবদ্ধ।

ইলম হলো দৃষ্টির আলো,যা দিয়ে মানুষ বস্তুর হাকিকত ও বাস্তবতা অনুধাবন করতে পারে। তবে এ কিন্তু চোখের দৃষ্টি নয়,এ হলো অন্তরের দৃষ্টি। আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

“তারা কি যমীনে ভ্রমণ করেনি? তাহলে তাদের হত এমন হৃদয় যা দ্বারা উপলব্ধি করতে পারত এবং এমন কান যা দ্বারা তারা শুনতে পারতো। বস্তুত চোখে তো অন্ধ হয়না, বরং অন্ধ হয় হৃদয়ে।”(সূরা আল হজ্জ, আয়াত:৪৬)।

ইলম (জ্ঞান) মানব জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। এটি মানুষের অন্ধকার দূর করে আলো দেখায়, অজ্ঞতা দূর করে সত্যের পথে পরিচালিত করে। ইসলামে ইলমের মর্যাদা এতই উচ্চ যে, আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম ওহীর মাধ্যমে মানুষকে জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন। তাই ইলম শুধু দুনিয়াবি উন্নতির মাধ্যম নয়, বরং আখিরাতের সফলতার মূল চাবিকাঠি।

ইলম হলো -

- কোন কিছু সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা।
- সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে পারা।
- নিজের ও সমাজের উপকারে জ্ঞান ব্যবহার করা।

ইলম হচ্ছে সর্বোত্তম সম্পদ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন;

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

"যার জন্য আল্লাহ কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন।"(সহীহ আল বুখারী, হাদীস:৭১; সহীহ মুসলিম, হাদীস:১০৩৭)।

ইলমের বৈশিষ্ট্য সমূহ

ইলম (জ্ঞান) ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ বিষয়।আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে ইলমের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন। প্রথম ওহীই ছিল “পড়” (اقرأ) — যা ইলমের গুরুত্ব স্পষ্ট করে। ইলম শুধু তথ্য জানা নয়; বরং তা মানুষের চরিত্র গঠন, আমল সংশোধন এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম।ইলমের প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহ আলোকপাত করা হলো:

(১)আল্লাহভীতি (তাকওয়া):

প্রকৃত ইলম মানুষের অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে। একজন তাকওয়াবান ব্যক্তি ইলমের ব্যাপারে আল্লাহর দেয়া বিধি নিষেধ মান্য করেন। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেছেন,

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

“অনুরূপভাবে বিভিন্ন বর্ণের মানুষ,জন্তু, চতুষ্পদ প্রাণী রয়েছে। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাকে ভয় করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ক্ষমাময়।”(সূরা ফাতির, আয়াত:২৮)।

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রকৃত ইলমের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাহভীতি বা তাকওয়া। ইলম শুধু তথ্যের সমষ্টি নয়; বরং তা মানুষের অন্তরে আল্লাহর ভয়, শ্রদ্ধা ও আনুগত্য সৃষ্টি করে। যে ইলম মানুষকে আল্লাহর দিকে নিয়ে যায় না, তা প্রকৃত ইলম নয়।

১. তাকওয়া কী?

তাকওয়া শব্দের অর্থ হলো—আল্লাহকে ভয় করা, তাঁর আদেশ পালন করা এবং নিষেধ থেকে বিরত থাকা।“আল্লাহকে এমনভাবে মানা যেন তিনি তোমাকে দেখছেন।”

২. ইলম ও তাকওয়ার সম্পর্ক:

ইলম ও তাকওয়া একে অপরের পরিপূরক। ইলম ছাড়া সঠিক তাকওয়া অর্জন সম্ভব নয়, আর তাকওয়া ছাড়া ইলম পূর্ণতা পায় না।
আল্লাহ তাআলা বলেন:
“নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে আলেমরাই তাঁকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে।”
— (সূরা ফাতির: ২৮)।
এই আয়াত প্রমাণ করে, প্রকৃত ইলম মানুষকে আল্লাহভীরু করে তোলে।

৩. কেন ইলম তাকওয়া সৃষ্টি করে?

(ক) আল্লাহর পরিচয় জানা যায়।ইলমের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর গুণাবলী, ক্ষমতা ও মহিমা সম্পর্কে জানে। ফলে অন্তরে ভয় ও শ্রদ্ধা জন্মায়।
(খ) আখিরাতের জ্ঞান বৃদ্ধি পায়।জাহান্নাম, হিসাব, শাস্তি—এসব সম্পর্কে জ্ঞান মানুষকে সতর্ক করে।ফলে পাপ থেকে দূরে থাকার প্রবণতা বাড়ে।
(গ) হালাল-হারাম চেনা যায়।
ইলম মানুষকে সঠিক ও ভুলের পার্থক্য শেখায়।এতে করে তাকওয়ার জীবন গড়া সহজ হয়।

৪. তাকওয়াহীন ইলমের ক্ষতি:

যদি ইলম থাকলেও তাকওয়া না থাকে, তাহলে সেই ইলম ক্ষতিকর হয়ে যায়। মানুষের অন্তরে অহংকার সৃষ্টি হয়।মানুষ ইলমকে দুনিয়ার লাভের জন্য ব্যবহার করে।আমলহীন জ্ঞান মানুষের বিরুদ্ধে প্রমাণ হয়ে দাঁড়ায়।

হাদীস শরীফে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
"مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ، لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—
“যে ব্যক্তি এমন ইলম শিক্ষা করে, যার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা হয়, কিন্তু সে তা শিক্ষা করে শুধু দুনিয়ার সামান্য স্বার্থ অর্জনের জন্য, সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না।”

রেফারেন্স:
সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং: ৩৬৬৪
সুনান ইবনে মাজাহ, হাদীস নং: ২৫২
মুসনাদ আহমাদ: ৮৪৩৮ (প্রায়)।

(২) সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য :

ইলম মানুষের মধ্যে হক্ব বা সত্য এবং বাতিল বা মিথ্যা চেনার ক্ষমতা তৈরি করে।ইলম ব্যতীত কোনটি সত্য এবং কোনটি মিথ্যা তা বুঝতে পারা কঠিন। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার ভাষায়,

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

“বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে? চিন্তা ভাবনা কেবল তারাই করে, যারা বুদ্ধিমান।”(সূরা যুমার; আয়াত:৯)।

ইলম (জ্ঞান) মানুষের জীবনে আলোর মতো। এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো—সত্য ও মিথ্যার মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য নির্ণয় করার ক্ষমতা। যে ইলম মানুষকে হক (সত্য) ও বাতিল (মিথ্যা) চিনতে সাহায্য করে, সেটিই প্রকৃত ও উপকারী ইলম। ইসলামে এই বৈশিষ্ট্যকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, কারণ মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা এর উপর নির্ভরশীল।

১. সত্য ও মিথ্যার ধারণা:

সত্য (হক) হলো যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ নির্দেশ করেছেন।মিথ্যা (বাতিল) হলো যা এর বিরোধিতা করে। তাই সত্য-মিথ্যার মানদণ্ড হলো—কুরআন ও সুন্নাহ।

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন,

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

“আর বলো, সত্য এসে গেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই যোগ্য।”(সূরা ইসরা: ৮১)।

২. ইলম সত্যকে স্পষ্ট করে:

ইলম মানুষকে সত্যকে চিনতে এবং গ্রহণ করতে সাহায্য করে। কেননা একজন জ্ঞানী ব্যক্তি কুরআন-হাদীসের আলোকে বিচার করে এবং বিভ্রান্তি থেকে দূরে থাকে যাতে সে যে কোন ধরনের সন্দেহ দূর করতে পারে।

৩. ইলম মিথ্যা থেকে সতর্ক করে:

ইলমের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো—মিথ্যা ও বিভ্রান্তি থেকে মানুষকে রক্ষা করা। কেননা ইলম না থাকলে মানুষ সহজেই গুজব ও কুসংস্কারে বিশ্বাস করে।ভ্রান্ত মতবাদে জড়িয়ে পড়ে এবং যে কোন সময় সহজেই শয়তানের ধোঁকায় পড়ে যায়।

৪. ফুরকান (পার্থক্য করার শক্তি):

ইসলামে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হলো "ফুরকান"—যা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা।আর ইলম ব্যতীত কোনটা সত্য এবং কোনটা মিথ্যা তা যাচাই করা কঠিন হয়ে পড়ে।আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

"হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর (তাকওয়া অবলম্বন কর), তবে তিনি তোমাদেরকে (সত্য-মিথ্যার মধ্যে) পার্থক্য করার শক্তি দান করবেন, তোমাদের পাপসমূহ মাফ করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ মহান অনুগ্রহের অধিকারী।"(সূরা আল আনফাল, আয়াত:২৯।

(৩)আমল (কর্ম) বৃদ্ধি:

ইলম শুধুমাত্র তাত্ত্বিক নয় বরং এটি আমলের জন্য। আমল বিহীন ইলম অর্জন বুদ্ধিমানের কাজ নয়। হাদীস শরীফে এসেছে,

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
»لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ:
عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ،
وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ،
وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ،
وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ«

আবু বারযা আল-আসলামী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—"কিয়ামতের দিন কোনো বান্দার দুই পা সরবে না, যতক্ষণ না তাকে চারটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে:

১. তার জীবন কোথায় ব্যয় করেছে,
২. তার জ্ঞান অনুযায়ী কী আমল করেছে,
৩. তার সম্পদ কোথা থেকে উপার্জন করেছে এবং কোথায় ব্যয় করেছে,
৪. তার দেহকে কী কাজে ব্যবহার করেছে।”(জামিয়াত তিরমিজি, হাদীস:২৪১৭)।

ইলমের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো—এটি মানুষের আমল বৃদ্ধি করে। যে ইলম মানুষের জীবনকে পরিবর্তন করে না, তা প্রকৃত ইলম নয়। একজন প্রকৃত মুমিনের উচিত—ইলম অর্জন করা, তা বুঝা এবং নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করা।“ইলমের সৌন্দর্য আমলে, আর আমলের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে ইলমের উপর।”

ইসলামে “ইলম” (জ্ঞান) কেবল তাত্ত্বিক বা মুখস্থ করার বিষয় নয়; বরং এর আসল উদ্দেশ্য হলো মানুষের জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করা এবং তার আমল (কর্ম) বৃদ্ধি করা। যে ইলম মানুষের আমলকে উন্নত করে না, তা প্রকৃত উপকারী ইলম নয়। নিচে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো—

◇ ১. ইলমের প্রকৃত লক্ষ্য: আমল সৃষ্টি করা
আল্লাহ তা‘আলা কুরআনে বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা করো না তা কেন বলো?” (সূরা আস-সফ: ২)
এই আয়াত স্পষ্ট করে যে, জ্ঞান অর্জনের পর তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ না করলে তা আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয়।

◇ ২. নবী ﷺ এর দো‘আ: উপকারী ইলমের জন্য
রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর কাছে উপকারী ইলম চাইতেন—

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا

অর্থ: "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে উপকারী জ্ঞান, কবুলযোগ্য আমল এবং পবিত্র রিযিক প্রার্থনা করছি।"
(সুনান ইবনে মাজাহ)

এখানে "উপকারী ইলম" এর অর্থই হলো—যে জ্ঞান মানুষকে আমল করতে উদ্বুদ্ধ করে।

○ ৩. ইলম ও আমল—অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক:
ইসলামে ইলম ও আমল একে অপরের পরিপূরক।ইলম পথ দেখায় আর আমল সেই পথে চলার প্রমাণ দেয়।যদি কেউ অনেক ইলম রাখে কিন্তু তার জীবনে আমলের প্রতিফলন না থাকে, তবে সে যেন আলো হাতে নিয়ে অন্ধকারে বসে আছে।

(৪) সঠিক পথ প্রদর্শন:

কোন পথ সঠিক বা উপকারী এবং কোন পথ ক্ষতিকর তা বাছাইয়ের জন্য অবশ্যই ইলম বা জ্ঞান থাকা জরুরী। ইলম মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসে। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা সূরা বাকারায় বলেছেন,

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

"এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই,পথ প্রদর্শনকারী,পযহেযগারদের জন্য ।"(সূরা আল বাকারা , আয়াত:২)।

ইসলামে "ইলম" (জ্ঞান) মানুষের জীবনের জন্য এক আলোকবর্তিকা। এটি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোতে, ভ্রান্তি থেকে সত্যে এবং বিভ্রান্ত পথ থেকে সরল পথে পরিচালিত করে। তাই ইলমের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো—সঠিক পথ প্রদর্শন করা।সমস্ত নবী-রাসূলের মূল দায়িত্ব ছিল মানুষকে সঠিক পথ দেখানো, আর তারা তা করেছেন ইলমের মাধ্যমে। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন,

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

"তিনি (আল্লাহ) সেই সত্তা, যিনি নিরক্ষরদের মধ্যে তাদেরই একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন; যদিও এর পূর্বে তারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিল।"(সূরা জুমআ, আয়াত নং:২)।

"ইলম" (জ্ঞান) এমন এক মহামূল্যবান নিয়ামত, যা মানুষকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক পথের সন্ধান দেয়। এটি শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞান নয়; বরং মানুষের চিন্তা, চরিত্র, সিদ্ধান্ত এবং জীবনব্যবস্থাকে সঠিক পথে পরিচালিত করার শক্তি।বাস্তব জীবনে সঠিক পথের দিশা খুঁজে দেয়।ইলম মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পথ দেখায়—

✔ (ক) ইবাদতে সঠিকতা:

ইলম ছাড়া ইবাদত করলে তা ভুল হতে পারে।

ইলম শেখায়—

নামাজ কীভাবে আদায় করতে হবে।

রোজা, যাকাত, হজ সঠিকভাবে পালন ইত্যাদি।

✔ (খ) লেনদেনে সততা:

ইলম মানুষকে শেখায়—

হালাল-হারাম ব্যবসা,

সুদ থেকে বাঁচা,

ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখা ইত্যাদি।

✔ (গ) চরিত্র ও আচরণ:

ইলম মানুষকে উত্তম চরিত্র গঠনে সাহায্য করে

যেমন:সত্যবাদিতা,ধৈর্য,বিনয়,পরোপকারীতা, ভালো কাজের উপদেশ এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত ইত্যাদি।

(৫) দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা অর্জন:

ইলম মানুষকে উভয় জগতের কল্যাণের পথে নিয়ে যায়। দুনিয়ার সফলতা বা আখিরাত যেটাই বলুন না কেন ইলমের দরজা আপনাকে পথ বাতলে দিবে!ইলম হলো এমন নূর যা ক্রমাগত অন্ধকারকে দূরে ঠেলে দেয়। দুনিয়া এবং আখেরাতে মর্যাদা বৃদ্ধি করে।মহান রব ইরশাদ করেছেন,

وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত, আল্লাহ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দিবেন। আল্লাহ খবর রাখেন যা কিছু তোমরা করো।"(সূরা আল মুজাদালাহ, আয়াত:১১)।

ইসলামে "ইলম" (জ্ঞান) এমন এক মহান নিয়ামত, যা মানুষের দুনিয়া ও আখেরাত—উভয় জীবনে সফলতার চাবিকাঠি। ইলম মানুষকে সঠিক পথ দেখায়, আমলকে সুন্দর করে, চরিত্র গঠন করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথ সহজ করে। তাই বলা যায়—ইলমই প্রকৃত সফলতার মূল ভিত্তি।

- ১. সফলতার প্রকৃত ধারণা:

ইসলামে সফলতা (ফালাহ) শুধু দুনিয়ার আরাম-আয়েশ নয়; বরং—
দুনিয়ায় সৎ জীবনযাপন।
আখেরাতে জান্নাত লাভ।
আল্লাহ তা'আলা বলেন—

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا

"নিশ্চয়ই সে সফল হয়েছে, যে তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে।" (সূরা আশ-শামস: ৯)

এই পরিশুদ্ধি অর্জনের অন্যতম মাধ্যম হলো ইলম।

◇ ২. ইলম দুনিয়াতে সফলতা এনে দেয়। যেমন:

✔ (ক) সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ,

ইলম মানুষকে সঠিকভাবে চিন্তা করতে শেখায়, ফলে সে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো সঠিকভাবে নিতে পারে।

✔ (খ) হালাল-হারাম পার্থক্য,

ইলমের মাধ্যমে মানুষ বুঝতে পারে—
কোন উপার্জন হালাল, এবং কোন কাজ হারাম।
এতে তার জীবন বরকতময় হয়।

✔ (গ) সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি,

আল্লাহ বলেন—

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

"আল্লাহ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে ইলম দেওয়া হয়েছে তাদের মর্যাদা উচ্চতর করেন।" (সূরা মুজাদিলা: ১১)।
ইলম মানুষকে সমাজে সম্মানিত করে।

◇ ৩. ইলম আখেরাতে সফলতার মাধ্যম:

✔ (ক) আল্লাহভীতি সৃষ্টি করে,

আল্লাহ বলেন—
"আল্লাহকে তার বান্দাদের মধ্যে কেবল আলেমরাই যথার্থভাবে ভয় করে।" (সূরা ফাতির: ২৮)।
আল্লাহভীতি মানুষকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে জান্নাতের পথে নিয়ে যায়।

✔ (খ) আমলকে সঠিক করে,

ইলম ছাড়া আমল সঠিক হয় না।বলা হয়ে থাকে,
সঠিক ইলম → সঠিক আমল → আখেরাতের সফলতা

✔ (গ) জবাবদিহির প্রস্তুতি:

ইলম মানুষকে শিখায়—

কিয়ামতের জন্য প্রস্তুতি নিতে।

নিজের কাজের হিসাবের ব্যাপারে সচেতন হতে।

ইলমের প্রকারভেদ

ইলমের বিভিন্ন স্তর বা ভাগ রয়েছে।একটি ভাগ ফরযে আইন ও ফরযে কেফায়া হিসাবে।ফরযে আইন বলা হয় যা শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। বিশেষভাবে এই প্রকার ইলমের ব্যাপারেই হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

“প্রত্যেক মুসলমানের উপর ইলম অর্জন করা ফরজ।”(সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস:২২৪)।

ইসলামের বড় বড় সফল অধ্যায়ের অনেক বিষয়ই এই প্রকার ইলমের শামিল,যা সকলকে শিখতেই হবে।এ প্রকার ইলম শিখা প্রত্যেকের কর্তব্য।
উদাহরণ:

- ঈমানের মৌলিক বিষয়।
- নামাজ, রোজা, যাকাতের নিয়ম।
- হালাল-হারাম সম্পর্কে জ্ঞান।

দ্বিতীয় প্রকার ইলম হচ্ছে ফরযে কেফায়া,যা স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয না হলেও সামষ্টিকভাবে সকলের উপর ফরয। সমাজের কিছু মানুষ যদি এই জ্ঞান অর্জন করে তাহলে অন্যদের দায়িত্ব শেষ,না হলে সবাই দায়ী।
উদাহরণ:

- ইসলামিক ফিকহের গভীর জ্ঞান।
- চিকিৎসা বিজ্ঞান, ইত্যাদি।

এছাড়াও ইলমকে আরো বিভিন্ন ভাবে ভাগ করা হয়েছে। যেমন:

(১) দ্বীনি জ্ঞান:

দ্বীনি জ্ঞান হলো ধর্মীয় জ্ঞান যা কুরআন, হাদীস, আকিদা,ফিকহ ইত্যাদি বুঝতে সাহায্য করে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

"আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন,তা দ্বারা পরকালের গৃহ অনুসন্ধান করো এবং ইহকাল থেকে তোমার অংশ ভূলে যেয়ো না। তুমি অনুগ্রহ করো যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়োনা, নিশ্চয়ই আল্লাহ অনর্থ সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না।"(সূরা কাসাস, আয়াত:৭৭)।

দ্বীনি জ্ঞান বা ইলম হলো সেই জ্ঞান, যার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ তাআলার পরিচয় লাভ করে, তাঁর নির্দেশনা বুঝতে পারে এবং জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সক্ষম হয়। এটি কেবল তথ্য বা বিদ্যা নয়; বরং এটি মানুষের অন্তরকে আলোকিত করে, চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার পথ দেখায়।

দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের উপায় :
১. কুরআন ও হাদীস অধ্যয়ন :
দ্বীনের মূল উৎস হলো আল-কুরআন এবং হাদীস।
২. যোগ্য আলেমদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ :
সঠিক জ্ঞান অর্জনের জন্য অভিজ্ঞ আলেমদের অনুসরণ করা জরুরি।
৩. নিয়মিত অধ্যবসায় ও অনুশীলন :
ইলম অর্জনে ধৈর্য ও ধারাবাহিকতা অপরিহার্য।
৪. নিয়ত বিশুদ্ধ রাখা :
শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

দ্বীনি জ্ঞানের উপকারিতা :
দুনিয়াতে সঠিক জীবনযাপন :

মানুষ সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে।
আখিরাতে সফলতা :
দ্বীনি জ্ঞান মানুষকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করে।
সমাজ সংস্কার :
একজন জ্ঞানী ব্যক্তি অন্যদেরও সৎ পথে আহ্বান করে।
দ্বীনি জ্ঞান না থাকার ক্ষতি :

দ্বীনি জ্ঞান না থাকলে মানুষ অজ্ঞতার অন্ধকারে পতিত হয়। সে সহজেই শয়তানের প্ররোচনায় বিভ্রান্ত হয় এবং ভুল পথে চলে যায়। ফলে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দ্বীনি জ্ঞান মানুষের জীবনের আলোকবর্তিকা। এটি ছাড়া সঠিক জীবনযাপন সম্ভব নয়। তাই প্রত্যেক মুসলিমের উচিত আন্তরিকতার সাথে দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করা এবং তা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করা।

হাসান আল-বাসরী (রহঃ) বলেছেন,

طلب العلم أفضل من طلب المال، لأن المال تقسمه وأنت تحرسه، والعلم يحرسك وأنت تقسمه

“ধন-সম্পদ অর্জনের চেয়ে ইলম অর্জন উত্তম। কারণ তুমি সম্পদকে পাহারা দাও, কিন্তু ইলম তোমাকে পাহারা দেয়; আর তুমি সম্পদ ব্যয় করলে তা কমে, কিন্তু ইলম বিতরণ করলে তা বৃদ্ধি পায়।”
রেফারেন্স :

جامع بيان العلم وفضله১/৭২ ,

حلية الأولياء২/১৩৪ ,

(২) দুনিয়াবি জ্ঞান:

যে জ্ঞান মানুষের দুনিয়ার জীবনকে সহজ ও উন্নত করে এবং সঠিক নিয়তে অর্জন করলে তা ইবাদাত ও হতে পারে। পার্থিব জ্ঞান হলো এমন জ্ঞান যা মানুষের দুনিয়ার জীবন পরিচালনা, উন্নতি,সমাজ গঠন, প্রযুক্তি, চিকিৎসা, কৃষি, ব্যবসা ইত্যাদির সাথে সম্পৃক্ত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ

“তোমরা তোমাদের দুনিয়ার বিষয়গুলো সম্পর্কে অধিক জানো।”(সহীহ মুসলিম, হাদীস:২৩৬৩)।

মানবজীবন পরিচালনার জন্য যেমন দ্বীনি জ্ঞান অপরিহার্য, তেমনি দুনিয়াবি জ্ঞানও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুনিয়াবি জ্ঞান বলতে এমন সকল জ্ঞানকে বোঝায় যা মানুষের পার্থিব জীবনকে সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও কল্যাণময় করে তোলে। যেমন— চিকিৎসাবিজ্ঞান, গণিত, কৃষি, প্রকৌশল, প্রযুক্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য, ভূগোল, ভাষা, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি।ইসলাম এমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা মানুষের দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের কল্যাণ নিশ্চিত করতে চায়। তাই ইসলাম কখনো উপকারী দুনিয়াবি জ্ঞানকে অবহেলা করেনি; বরং মানবকল্যাণমূলক জ্ঞান অর্জনকে উৎসাহিত করেছে।দুনিয়াবি জ্ঞান হলো এমন জ্ঞান যা মানুষের দৈনন্দিন জীবন পরিচালনা, সমাজ গঠন, সভ্যতা উন্নয়ন এবং মানবতার উপকার সাধনে ব্যবহৃত হয়।এ জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন রহস্য আবিষ্কার করে, প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটায়, চিকিৎসার ব্যবস্থা করে এবং জীবনযাত্রাকে সহজ ও সুন্দর করে তোলে।

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা ইরশাদ করেছেন,

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ۚ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“বলুন, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ, তিনি কীভাবে সৃষ্টির সূচনা করেছেন। অতঃপর আল্লাহই পুনরায় সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।”

— আল-কুরআন, ২৯:২০।

দুনিয়াবি জ্ঞানের উপকারিতা:

১. মানবকল্যাণ সাধন:

চিকিৎসাবিজ্ঞান মানুষের জীবন রক্ষা করে, কৃষিবিজ্ঞান খাদ্যের ব্যবস্থা করে এবং প্রযুক্তি মানুষের জীবন সহজ করে তোলে।

২. সভ্যতার উন্নয়ন:

দুনিয়াবি জ্ঞানের মাধ্যমে রাস্তা, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও প্রযুক্তির উন্নয়ন সম্ভব হয়।

৩. অর্থনৈতিক উন্নতি:

ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি ও কারিগরি জ্ঞানের মাধ্যমে ব্যক্তি ও রাষ্ট্র উন্নতি লাভ করে।

৪. মুসলিম উম্মাহর শক্তি বৃদ্ধি:

যখন মুসলিমরা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও শিক্ষায় উন্নত ছিল, তখন তারা বিশ্বে নেতৃত্ব দিয়েছে। মুসলিম বিজ্ঞানীরা চিকিৎসা, গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে অসাধারণ অবদান রেখেছেন।

ইসলামের দৃষ্টিতে দুনিয়াবি জ্ঞানের শর্ত

ইসলাম দুনিয়াবি জ্ঞানকে বৈধ ও প্রশংসনীয় মনে করে, যদি তা—

মানবকল্যাণে ব্যবহৃত হয়।

আল্লাহর অবাধ্যতায় ব্যবহার না হয়।

অহংকার ও অন্যায়ের মাধ্যম না হয়।

দ্বীনের বিরুদ্ধে না যায়।

অতএব, যে জ্ঞান মানুষকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় বা সমাজে ক্ষতি সৃষ্টি করে, তা ইসলাম সমর্থন করে না।

দুনিয়াবি জ্ঞান মানবজীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম উপকারী জ্ঞান অর্জনকে উৎসাহিত করেছে এবং মানুষকে পৃথিবী নিয়ে চিন্তা-গবেষণার আহ্বান জানিয়েছে।

তবে এই জ্ঞানকে অবশ্যই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মানবকল্যাণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে হবে।
একজন প্রকৃত মুসলিম সেই ব্যক্তি, যে দ্বীনি ও দুনিয়াবি উভয় জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে নিজের জীবন, সমাজ ও উম্মাহর কল্যাণে কাজ করে।

সালাফদের দৃষ্টিতে উপকারী জ্ঞান:
ইমাম শাফেয়ী বলেন—
“যে জ্ঞান উপকার করে না, সে জ্ঞানে কোনো কল্যাণ নেই।”
অর্থাৎ উপকারী জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান— তা দ্বীনি হোক বা দুনিয়াবি।

দুনিয়াবি জ্ঞানের অপব্যবহার:
বর্তমান যুগে প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান অনেক সময় ধ্বংসাত্মক কাজেও ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই জ্ঞানকে নৈতিকতা ও তাকওয়ার সাথে ব্যবহার করা জরুরি।জ্ঞান যদি আল্লাহভীতি ছাড়া হয়, তবে তা মানুষের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে।

(৩) উপকারী জ্ঞান (العلم النافع):

জ্ঞান মানুষের জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তবে সব জ্ঞান সমান নয়; কিছু জ্ঞান মানুষকে উপকার করে, তাকে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সাহায্য করে, সমাজের কল্যাণে কাজে লাগে— এটিই উপকারী জ্ঞান (العلم النافع)। আর কিছু জ্ঞান আছে যা মানুষকে উপকার তো করে না, বরং অনেক সময় ক্ষতির কারণ হয়।
ইসলাম মানুষকে এমন জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ দেয়, যা দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ বয়ে আনে।
উপকারী জ্ঞানের পরিচয়:
উপকারী জ্ঞান হলো সেই জ্ঞান—
যা মানুষকে আল্লাহর পরিচয় ও তাঁর আনুগত্যে সাহায্য করে,
মানুষের চরিত্র ও আমলকে সুন্দর করে,
সমাজ ও মানবতার উপকারে আসে,
দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার পথ দেখায়।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম বলেন:
“উপকারী জ্ঞান হলো সেই জ্ঞান, যা অন্তরে প্রভাব ফেলে এবং আমলে প্রকাশ পায়।”

উপকারী জ্ঞান কামনায় নববী দোয়া:
রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর নিকট উপকারী জ্ঞান প্রার্থনা করতেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

অর্থঃ “হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট উপকারী জ্ঞান, পবিত্র রিযিক এবং কবুলযোগ্য আমল প্রার্থনা করছি।”
— সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস: ৯২৫
এ হাদীস প্রমাণ করে যে, সব জ্ঞান নয়— উপকারী জ্ঞানই কাম্য।

অনুপকারী জ্ঞান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা:
রাসূল ﷺ দোয়া করতেন—

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ

অর্থঃ “হে আল্লাহ! আমি এমন জ্ঞান থেকে তোমার আশ্রয় চাই, যা উপকার করে না।”
— সহীহ মুসলিম
এ থেকে বোঝা যায়, জ্ঞান যদি উপকারী না হয় তবে তা কাম্য নয়।

উপকারী ইলম ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কুরআন ও হাদীসে এমন ইলম অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যা মানুষের দুনিয়া ও আখেরাতে উপকারে আসে। উপকারী ইলম বৃদ্ধির দোয়া আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা নিজেই শিখিয়ে দিয়েছেন,

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

"হে আমার রব! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।”(সূরা ত্বহা, আয়াত:২০)।

উপকারী জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য:

১. ঈমান বৃদ্ধি করে;

উপকারী জ্ঞান মানুষকে আল্লাহর মহত্ব বুঝায় এবং ঈমানকে দৃঢ় করে।

আল্লাহ বলেন-

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا

অর্থঃ “আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে আলেমরাই তাঁকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে।”

— আল-কুরআন, ৩৫:২৮

২. আমল সংশোধন করে:

উপকারী জ্ঞান মানুষকে সঠিক আমল শেখায় এবং ভুল থেকে দূরে রাখে।

হাসান আল-বাসরী বলেন:

“জ্ঞান কর্মের আহ্বান করে; যদি কর্ম সাড়া দেয় তবে তা স্থায়ী হয়, না হলে চলে যায়।”

৩. চরিত্র গঠন করে;

প্রকৃত জ্ঞান মানুষের নম্রতা, তাকওয়া ও উত্তম চরিত্র সৃষ্টি করে।

৪. সমাজের কল্যাণে আসে;

যে জ্ঞান অন্য মানুষের উপকারে আসে— যেমন শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রযুক্তি, ন্যায়বিচার— সেটিও উপকারী জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

উপকারী জ্ঞানের উদাহরণ

১. দ্বীনি জ্ঞান:

কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান।

ফিকহ।

আকীদাহ।

তাফসীর ইত্যাদি।

২. দুনিয়াবি উপকারী জ্ঞান:

চিকিৎসাবিজ্ঞান।

প্রকৌশল।

কৃষি।
প্রযুক্তি।
শিক্ষা ইত্যাদি।
যদি এগুলো মানবকল্যাণে ব্যবহৃত হয়, তবে তা উপকারী জ্ঞান।

(৪)অনুপকারী বা ক্ষতিকর ইলম:

ইসলাম জ্ঞানকে অত্যন্ত মর্যাদা দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা মানুষকে জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন এবং উপকারী জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষকে মর্যাদাবান করেছেন। কিন্তু সব জ্ঞান মানুষের জন্য কল্যাণকর নয়। এমন কিছু জ্ঞান রয়েছে যা মানুষের ঈমান, চরিত্র ও সমাজের ক্ষতির কারণ হয়। ইসলামে এ ধরনের জ্ঞানকে অনুপকারী জ্ঞান (العلم الذي لا ينفع) বলা হয়।
রাসূলুল্লাহ ﷺ উপকারী জ্ঞানের জন্য দোয়া করতেন এবং অনুপকারী জ্ঞান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাইতেন। এটি প্রমাণ করে যে, জ্ঞানের প্রকৃত মূল্য তার উপকারিতার মধ্যে নিহিত।

অনুপকারী জ্ঞানের পরিচয়:
অনুপকারী জ্ঞান হলো এমন জ্ঞান—
যা মানুষকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়,
যার দ্বারা কোনো কল্যাণ অর্জিত হয় না,
যা মানুষকে অহংকার, বিভ্রান্তি বা গুনাহের দিকে নিয়ে যায়,
যা দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতির কারণ হয়।
ইমাম গাজ্জালী বলেন:
“যে জ্ঞান মানুষের অন্তরকে সংশোধন করে না, তা তার বিরুদ্ধে প্রমাণ হয়ে দাঁড়ায়।”

অনুপকারী জ্ঞান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা:
রাসূলুল্লাহ ﷺ দোয়া করতেন—

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا

"হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাই এমন জ্ঞান থেকে যা উপকার করে না, এমন অন্তর থেকে যা বিনয়ী নয়, এমন নফস থেকে যা তৃপ্ত হয় না এবং এমন দোয়া থেকে যা কবুল হয় না।"
— সহীহ মুসলিম
এই হাদীস প্রমাণ করে যে, অনুপকারী জ্ঞান মানুষের জন্য ক্ষতিকর।

অনুপকারী জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য:
১. আমলে প্রভাব ফেলে না;
যে জ্ঞান মানুষের চরিত্র ও আমল সংশোধন করে না, তা প্রকৃত উপকারী জ্ঞান নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾

অর্থঃ "আল্লাহর কাছে অত্যন্ত ঘৃণিত যে, তোমরা এমন কথা বলো যা তোমরা করো না।"
— আল-কুরআন, ৬১:৩
২. অহংকার সৃষ্টি করে;
অনেক সময় জ্ঞান মানুষকে বিনয়ী করার পরিবর্তে অহংকারী করে তোলে। এমন জ্ঞান ক্ষতিকর।
আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ বলেন:
"প্রকৃত জ্ঞান অধিক বর্ণনা নয়; বরং প্রকৃত জ্ঞান হলো আল্লাহভীতি।"
৩. গুনাহ ও বিভ্রান্তির মাধ্যম হয়;
যে জ্ঞান অন্যায়, প্রতারণা বা মানুষের ক্ষতির কাজে ব্যবহৃত হয়, তা অনুপকারী জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।
যেমন—
প্রতারণার কৌশল শেখা,
মিথ্যা প্রচার,

অন্যায় প্রযুক্তির ব্যবহার,
মানুষের ক্ষতিকর গবেষণা,
৪. আখিরাত ভুলিয়ে দেয়;
যে জ্ঞান মানুষকে কেবল দুনিয়ামুখী করে এবং আখিরাত থেকে গাফেল বানায়, তা ক্ষতিকর।
আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾

অর্থঃ “তারা দুনিয়ার জীবনের বাহ্যিক বিষয় জানে, কিন্তু আখিরাত সম্পর্কে তারা গাফেল।”
— আল-কুরআন, ৩০:৭

অনুপকারী জ্ঞানের উদাহরণ:
১. যাদু ও কুফরী বিদ্যা;
আল্লাহ তাআলা যাদুবিদ্যাকে নিন্দা করেছেন।
২. গুনাহের কৌশল শেখা;
যে জ্ঞান মানুষকে অপরাধ, প্রতারণা ও অন্যায়ে সহায়তা করে।
৩. অহংকারমূলক জ্ঞান;
যে জ্ঞান কেবল মানুষের সামনে বড়ত্ব প্রকাশের জন্য অর্জন করা হয়।
রাসূল ﷺ বলেন—
“যে ব্যক্তি আলেমদের সাথে তর্ক করার জন্য, মূর্খদের সাথে বিতর্ক করার জন্য বা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য জ্ঞান অর্জন করে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।”
— সুনান ইবন মাজাহ

অনুপকারী জ্ঞানের ক্ষতি:
(১)দুনিয়াতে;
অহংকার বৃদ্ধি,

হৃদয় কঠিন হয়ে যাওয়া,
সমাজে অশান্তি সৃষ্টি,
নৈতিক অবক্ষয় ইত্যাদি।
(২)আখিরাতে:
আল্লাহর অসন্তুষ্টি,
কঠিন হিসাব,
জ্ঞান নিজের বিরুদ্ধে দলিল হওয়া ইত্যাদি।

রাসূল ﷺ বলেছেন—
“কুরআন তোমার পক্ষে দলিল হবে অথবা তোমার বিপক্ষে।”
— সহীহ মুসলিম।

দ্বীনি শিক্ষা এবং দুনিয়াবি শিক্ষা

মানুষকে অন্যান্য সৃষ্টির উপর মর্যাদাবান করার অন্যতম প্রধান কারণ হলো জ্ঞান। জ্ঞানহীন মানুষ অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলে, আর জ্ঞান মানুষকে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে সাহায্য করে। ইসলাম এমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা মানুষের দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জীবনের কল্যাণ নিশ্চিত করতে চায়। এজন্য ইসলাম শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের উপর অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে।

শিক্ষা মূলত দুই প্রকার—

১. দ্বীনি শিক্ষা এবং

২. দুনিয়াবি শিক্ষা।

দ্বীনি শিক্ষা মানুষের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে এবং তাকে আল্লাহর পথে পরিচালিত করে। অন্যদিকে দুনিয়াবি শিক্ষা মানুষের পার্থিব জীবনকে সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও উন্নত করে তোলে। একজন মুসলিমের জন্য এ দুই শিক্ষার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি।

দ্বীনি শিক্ষা হলো সেই শিক্ষা, যার মাধ্যমে মানুষ ইসলাম, ঈমান, ইবাদত, আখলাক, হালাল-হারাম এবং আল্লাহর বিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে।এ শিক্ষা মানুষকে তার স্রষ্টার পরিচয় দেয় এবং জীবনের উদ্দেশ্য বুঝতে সাহায্য করে।আর অন্যদিকে দুনিয়াবি শিক্ষা হলো এমন শিক্ষা, যা মানুষের পার্থিব জীবন পরিচালনা, সমাজ গঠন এবং সভ্যতার উন্নয়নে সহায়তা করে।

যেমন—

চিকিৎসাবিজ্ঞান,গণিত,বিজ্ঞান,প্রযুক্তি,কৃষি,প্রকৌশল,ব্যবসা-বাণিজ্য,অর্থনীতি,রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি।

শিক্ষার গুরুত্ব বুঝানোর জন্য মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,”দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ।”(সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ২২৪)।

আমাদের দেশের অনেকেই এই হাদীসে উল্লেখিত ইলম বা বিদ্যা দ্বারা ব্রিটিশ সিলেবাস তথা দুনিয়াবী শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন, যা স্পষ্টই ভূল। কারন যে

শিক্ষার দ্বারা মানুষ নিজের রবকে চিনতে পারে না,যে শিক্ষার দ্বারা মানুষ প্রকৃত অর্থে মানুষ হতে পারে না ,যে শিক্ষা গুনাহ থেকে বাঁচাতে পারে না তাকে ইলম বলে না। দুনিয়াবি শিক্ষা তো দূরের কথা, দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার পরও কেউ যদি গুনাহ থেকে বেঁচে না থাকে, নিজেকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়তে না পারে তাহলে তার শিক্ষাকেও শরীয়তের দৃষ্টিতে ইলম বলা হবে না। কারন আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

“অনুরূপভাবে বিভিন্ন বর্ণের মানুষ, জন্তু, চতুষ্পদ প্রাণী রয়েছে। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাকে ভয় করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ক্ষমাময়।”(সূরা আল ফাতির, আয়াত:২৮)।

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় প্রকৃত আলেম তথা শিক্ষিত তাঁরাই যারা আল্লাহুকে ভয় করে।অতএব ইলম তথা শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি হতে হবে খোদা ভীতির উপর আর দ্বীনি শিক্ষার ভিত্তিও হলো খোদার ভীতির উপর।

তাহলে কি দুনিয়াবি বিদ্যা হাসিল করা যায়েজ নেই?এর উত্তর হলো ফরয পরিমাণ ইলম অর্জনের পর কেউ যদি দুনিয়াবি শিক্ষা অর্জন করে, চাই দুনিয়ার অর্থ সম্পদ হাসিলের জন্য করুক বা দ্বীনের খেদমতের নিয়তে করুক, তাতে কোন সমস্যা নেই, বরং শরীয়ত মোতাবেক চলে দ্বীনের খেদমতের উদ্দেশ্য যদি কেউ দুনিয়াবি শিক্ষা অর্জন করে তাহলে তাতে সে সওয়াবের ও আশা করতে পারে । কারন হাদীসে এসেছে,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

“নিশ্চয়ই সকল কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেক ব্যক্তি তাই পাবে, যার নিয়ত সে করেছে। সুতরাং যার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে হবে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্যই গণ্য হবে। আর যার হিজরত হবে দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে অথবা কোনো নারীকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে, তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই গণ্য হবে যার জন্য সে হিজরত করেছে।”

রেফারেন্সঃ

সহীহ আল-বুখারী:১।

সহীহ মুসলিম:১৯০৭।

আজকাল লাখো মানুষ দ্বীনের সঠিক বুঝ না থাকার কারণে নিজের বুঝকে সঠিক মনে করে নিজের প্রাণপ্রিয় সন্তানদের দু-চার পয়সার লোভে কিংবা দুনিয়াবি সম্মানের আশায় দ্বীনি ইলম শিক্ষা না দিয়ে দুনিয়াবি শিক্ষা নামের ব্রিটিশদের তৈরি করা শিক্ষা কারিকুলাম পড়াচ্ছে।

কিন্তু বাস্তব কথা হলো, স্কুল কলেজে ফরয পরিমাণ ইলম শিক্ষা দেয়া হয় না এবং সেখানে শরীয়ত মোতাবেক চলতে উৎসাহিত করা হয় না। বরং সেখানে এমন অনেক মতবাদ শিক্ষা দেয়া হয় যা ঈমানের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এবং অনেক স্কুলের পরিবেশই এমন যে,কেউ চাইলে ও শরীয়ত মোতাবেক চলতে পারে না। এমতাবস্থায় দুনিয়ার যিন্দেগীর সুখ শান্তির আশায় নিজেকে এবং নিজের সন্তানকে নৈতিকতা বিবর্জিত দুনিয়াবি শিক্ষায় শিক্ষিত করা উচিত হবে নাকি পরকালের অশেষ অসীম যিন্দেগীর সুখ শান্তি অর্জনের জন্য নিজেকে এবং নিজের সন্তানকে দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করা উচিত হবে?

ইসলাম দুনিয়াবি জ্ঞানকেও অস্বীকার করে না; বরং তা জীবন পরিচালনার জন্য জরুরি।

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন,

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

“আল্লাহ যা দিয়েছেন, তা দ্বারা আখিরাত অন্বেষণ কর, আর দুনিয়ার অংশ ভুলে যেও না।”
— সূরা কাসাস: ৭৭

এখানে দুনিয়া ও আখিরাতের ভারসাম্য শেখানো হয়েছে।

ইসলাম চায় না যে মানুষ শুধু দুনিয়া ছেড়ে দেবে, আবার শুধু দুনিয়াতেই ডুবে থাকবে।

علي بن أبي طالب (রাঃ) বলেন—
“ইলম সম্পদের চেয়ে উত্তম।”

এখানে উভয় ইলমের গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে।তাই,

- ✔ দ্বীনি ইলম শিখতে হবে (ফরজ পরিমাণ)।
- ✔ দুনিয়াবি দক্ষতা অর্জন করতে হবে।
- ✔ নিয়ত ঠিক রাখতে হবে।
- ✔ ইলম অনুযায়ী আমল করতে হবে।

দ্বীনি ইলম হলো পথপ্রদর্শক।দুনিয়াবি ইলম হলো জীবন পরিচালনার মাধ্যম।উভয়ের সমন্বয়েই একজন মুসলিম পূর্ণতা পায়।

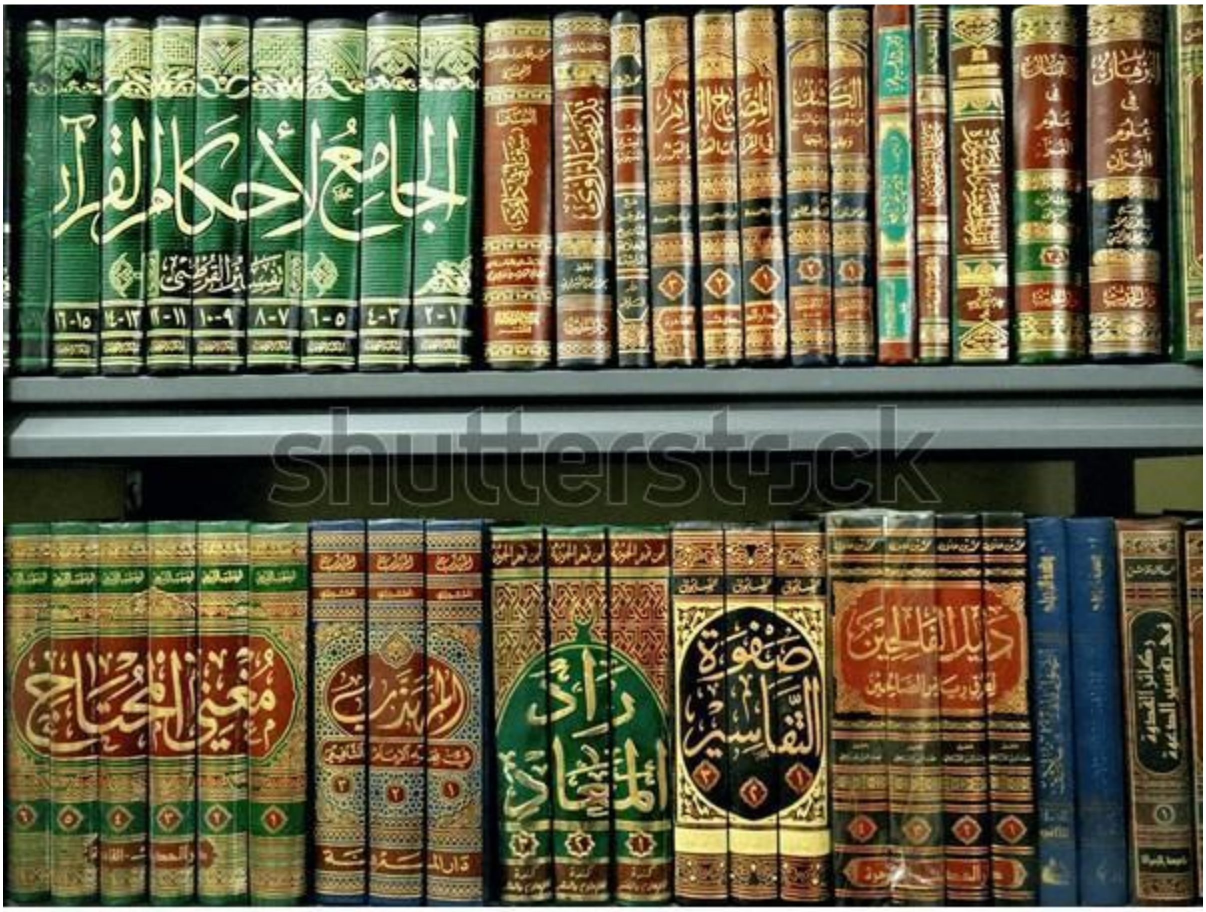

www.shutterstock.com · 2395053715

ইলমের গুরুত্ব

রাসূল (সা:)এর নিকট সর্বপ্রথম প্রত্যাদেশকৃত শব্দ হলো "اقرا" অর্থ আপনি পড়ুন।যা পবিত্র কুরআনে সূরা আলাকে বর্ণিত,

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ
خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ
اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ
عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

"পড়ো তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্তপিণ্ড থেকে। পড়ো,আর তোমার রব মহা সম্মানিত। যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে এমন কিছু শিখিয়েছেন যা সে জানতো না।"(সূরা আলাক, আয়াত:১-৫)।

ইলম বা জ্ঞান দ্বারা ভাল-মন্দ নির্ণয় করা যায়। এর দ্বারা অন্যায়ের প্রতিরোধ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা সম্ভব। আমাদের সমাজ ও দেশ থেকে অন্যায়, অপকর্ম দূর করতে ইলমের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

মানবজীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো ইলম বা জ্ঞান। ধন-সম্পদ, ক্ষমতা কিংবা বংশ-মর্যাদা মানুষের প্রকৃত সম্মান নির্ধারণ করে না; বরং সত্যিকার মর্যাদা নির্ধারিত হয় ইলম ও তাকওয়ার মাধ্যমে। ইসলামে ইলমকে এমন উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, যা অন্য কোনো বিষয়ে দেওয়া হয়নি। কারণ ইলমই মানুষকে আল্লাহর পরিচয় দেয়, সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য শেখায় এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের পথ দেখায়।মানুষ জন্মগতভাবে কিছুই জানে না। আল্লাহ তাআলা তাকে জ্ঞান দান করেছেন এবং চিন্তা-গবেষণার ক্ষমতা দিয়েছেন। এই জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমেই মানুষ অন্যান্য সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। ইসলামের প্রথম ওহীই ছিল "ইকরা"— অর্থাৎ "পড়ো"। এর মাধ্যমেই বোঝা যায়, ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে জ্ঞান ও শিক্ষার উপর।

ইসলাম থেকে ইলমকে আলাদা করা অসম্ভব। ইসলামের প্রতিটা অংশের মধ্যেই ইলম বিরাজমান।ইলম ছাড়া ইসলাম জানা অসম্ভব। ব্যাক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন কোনো ক্ষেত্রেই ইলম ছাড়া সত্যিকার অর্থে ইসলাম পালন সম্ভব নয়।তাবেঈ উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.) বলেছেন,

من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح.

"যে ব্যক্তি ইলম ছাড়া আমল করবে সে সঠিকভাবে যতটুকু করবে না করবে, বরবাদ করবে তার থেকে বেশি।"(তারীখে তাবায়ী,৬/৫৭২)।

হাদীস শরীফে ইলম অন্বেষণের রাস্তাকে আল্লাহর রাস্তা বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

مَن خَرَج فِي طَلَب العِلم فَهُو فِي سَبِيل الله حَتَّى يَرْجِع.

"যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের জন্য বের হয় সে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়।"(জামে তিরমিযী, হাদীস:২৬৪৭)।

অপর এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ:
إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,"যখন মানুষ মারা যায় তার সকল আমলের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়, শুধু তিনটি রাস্তা খোলা থাকে,(১)সদকায়ে জারিয়া। (২)এমন ইলম যা থেকে মানুষ উপকৃত হয়।(৩)নেক সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে।"(সহীহ মুসলিম, হাদীস:১৬৩১)।

সালাফে সালেহীন—সাহাবী, তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈন—ইলমকে শুধু একটি জ্ঞান হিসেবে দেখতেন না; বরং এটাকে ঈমানের প্রাণ, আমলের ভিত্তি এবং হিদায়াতের আলো হিসেবে গণ্য করতেন। তাদের দৃষ্টিতে ইলম ছাড়া দ্বীন পালন অসম্পূর্ণ, আর ইলম অনুযায়ী আমল না করলে সেই ইলম মানুষের জন্য বিপরীত ফল বয়ে আনে। নিচে তাদের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হলো—

১. ইলম আমলের পূর্বশর্ত:

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেনঃ

العِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ

"কথা ও কাজের আগে জ্ঞান থাকা আবশ্যক।"

কোনো আমল করার আগে সঠিক জ্ঞান থাকা জরুরি, নইলে ভুল পথে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

সূত্র: Shu'ab al-Iman

২. ইলম হলো সর্বোত্তম সম্পদ:

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেনঃ

العِلْمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَالِ، العِلْمُ يَحْرُسُكَ وَأَنْتَ تَحْرُسُ الْمَالَ

"ইলম সম্পদের চেয়ে উত্তম। ইলম তোমাকে রক্ষা করে, আর সম্পদকে তুমি রক্ষা করো।"

সম্পদ ক্ষয় হয়ে যায়, কিন্তু ইলম মানুষের সাথে থাকে এবং তাকে সঠিক পথে রাখে।

সূত্র: Nahj al-Balagha

৩. ইলম নবীদের উত্তরাধিকার:

ইমাম হাসান আল-বাসরী রহিমাহুল্লাহ বলেছেনঃ

الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ

“আলেমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী।

নবীরা ধন-সম্পদ নয়, বরং ইলম রেখে গেছেন, আর আলেমরা সেই ইলম বহন করেন।
সূত্র: Jami‘ Bayan al-‘Ilm wa Fadlihi

৪. ইলম হৃদয়ের আলো:
ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ বলেছেনঃ

إِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ يَقْذِفُهُ اللَّهُ فِي الْقَلْبِ

“ইলম হলো আলো, যা আল্লাহ মানুষের হৃদয়ে দান করেন।”
অর্থ: প্রকৃত ইলম মানুষের অন্তরকে আলোকিত করে এবং তাকে সত্য পথ দেখায়।
সূত্র: Al-Muwatta

৫. ইলম মানুষকে বিনয়ী করে:
সুফিয়ান আস-সাওরী রহিমাহুল্লাহ বলেছেনঃ

مَنْ زَادَ عِلْمُهُ زَادَ خَشْيَتُهُ

“যার ইলম বৃদ্ধি পায়, তার আল্লাহভীতি বৃদ্ধি পায়।”
অর্থ: প্রকৃত জ্ঞান অহংকার সৃষ্টি করে না, বরং আল্লাহভীতি ও বিনয় বাড়ায়।
সূত্র: Siyar A‘lam al-Nubala

৬. ইলম অনুযায়ী আমলই প্রকৃত উদ্দেশ্য:
ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেনঃ

كُونُوا رَبَّانِيِّينَ عُلَمَاءَ فُقَهَاءَ

"তোমরা আল্লাহভীরু আলেম হও।"
অর্থ: শুধুই শেখা নয়, বরং শেখা অনুযায়ী জীবন গঠন করা জরুরি।
সূত্র: Tafsir Ibn Kathir

৭. ইলম হলো জান্নাতের পথ:
ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহ বলেছেনঃ

مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ

"যে দুনিয়া চায় সে ইলম অর্জন করুক, আর যে আখিরাত চায় সেও ইলম অর্জন করুক।"
অর্থ: ইলম ছাড়া দুনিয়া ও আখিরাত কোনোটাই সফল হয় না।
সূত্র: Diwan al-Imam al-Shafi'i

৮. ইলম হলো হৃদয়ের জীবন:
ইবনে কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেছেনঃ

الْعِلْمُ حَيَاةُ الْقُلُوبِ

"ইলম হলো হৃদয়ের জীবন।"
অর্থ: ইলম ছাড়া হৃদয় মৃত হয়ে যায়, যেমন আত্মা ছাড়া দেহ।
সূত্র: Miftah Dar as-Sa'adah

জ্ঞানী ও মূর্খের মাঝে পার্থক্য

ইলম জ্ঞানী ও মূর্খদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। জ্ঞানী হলো যারা জানে আর মূর্খ হলো যারা জানে না। জ্ঞানীরা হলো আলোকিত আর মূর্খরা হলো অন্ধকারে আচ্ছন্ন।ইলম আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা প্রদত্ত এক অফুরন্ত নিয়ামত। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ ۚ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ۗ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ۚ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

“জিজ্ঞেস করুন,নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের পালনকর্তা কে?বলে দিন: আল্লাহ! বলুন, তবে কি তোমরা আল্লাহ ব্যতীত এমন অভিভাবক স্থির করেছ, যারা নিজেদের ভাল মন্দের ও মালিক নয়? বলুন:অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হয়? অথবা কোথাও কি অন্ধকার ও আলো সমান হয়, তবে কি তারা আল্লাহর জন্য এমন অংশীদার স্থির করেছে যে, তারা কিছু সৃষ্টি করেছে, যেমন সৃষ্টি করেছে আল্লাহ? অতঃপর তাদের সৃষ্টি এরূপ বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে। বলুন:আল্লাহুই প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা এবং তিনি একক, পরাক্রমশালী।”(সূরা রাদ, আয়াত:১৬)।

মহান আল্লাহ সম্পর্কে যারা সঠিক ধারণা রাখে এবং তার শারঈ বিধি-বিধান পরিপূর্ণভাবে জানে এবং মেনে চলে তারাই প্রকৃত জ্ঞানী। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

“অনুরূপভাবে বিভিন্ন বর্ণের মানুষ,জন্তু, চতুষ্পদ প্রাণী রয়েছে, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাকে ভয় করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী,ক্ষমাময়।”(সূরা ফাতির, আয়াত:২৮)।

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۖ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

“তিনিই আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন।তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট,সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ।আর অন্য গুলো রূপক। সুতরাং যাদের অন্তরে কুটিলতা রয়েছে, তারা অনুসরণ করে ফিতনা বিস্তার এবং অপব্যাখ্যার উদ্দেশ্য তন্মধ্যেকার রূপকগুলোর।আর সেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না।আর যারা জ্ঞানে সুগভীর,তারা বলেন: আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি।এই সবই আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে।আর বোধশক্তি সম্পন্নরা ছাড়া অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না।”(সূরা আল ইমরান, আয়াত ৭)।

মানবজীবনে জ্ঞান (ইলম) ও অজ্ঞতা (জাহালাত) দুইটি বিপরীত দিক। একটি মানুষকে উন্নতি, সম্মান ও হিদায়াতের পথে নিয়ে যায়; অন্যটি ধ্বংস, বিভ্রান্তি ও অবমাননার দিকে ঠেলে দেয়। ইসলাম জ্ঞানকে অত্যন্ত মর্যাদা দিয়েছে এবং অজ্ঞতাকে একটি বড় বিপদ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। কারণ মানুষের চিন্তা, আচরণ, ইবাদত ও চরিত্র—সবকিছুর ভিত্তি হলো জ্ঞান।

১. জ্ঞানী ও মূর্খ কখনো সমান নয়;
হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেনঃ

لاَ يَسْتَوِي الْعَالِمُ وَالْجَاهِلُ

“জ্ঞানী ও মূর্খ কখনো সমান নয়।”
অর্থ: মর্যাদা, চিন্তা ও সিদ্ধান্তে তাদের অবস্থান কখনো এক নয়।
সূত্র: Nahj al-Balagha

২. আলেম ও অজ্ঞের মধ্যে আসমান-জমিন পার্থক্য;
ইমাম হাসান আল-বাসরী রহিমাহুল্লাহ বলেছেনঃ

مَا اسْتَوَى عَالِمٌ وَجَاهِلٌ، إِنَّمَا الْعُلَمَاءُ أَعْلَى النَّاسِ دَرَجَةً

"একজন জ্ঞানী ও একজন অজ্ঞ কখনো সমান নয়; আলেমরাই মানুষের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী।"
অর্থ: সমাজে আলেমদের অবস্থান সর্বোচ্চ।
সূত্র: Jami‘ Bayan al-‘Ilm wa Fadlihi

৩. জ্ঞান আল্লাহভীতি সৃষ্টি করে, অজ্ঞতা গাফেল করে;
সুফিয়ান আস-সাওরী রহিমাহুল্লাহ বলেছেনঃ

إِنَّمَا الْعِلْمُ مَعَ الْخَشْيَةِ، وَالْجَهْلُ مَعَ الْغَفْلَةِ

"জ্ঞান আল্লাহভীতির সাথে থাকে, আর অজ্ঞতা থাকে গাফিলতির সাথে।"
অর্থ: জ্ঞান মানুষকে আল্লাহভীরু বানায়, অজ্ঞতা তাকে উদাসীন করে।
সূত্র: Siyar A‘lam al-Nubala

৪. জ্ঞানী ব্যক্তি বিনয়ী, মূর্খ ব্যক্তি অহংকারী;
ইবনে আবি মুলাইকা রহিমাহুল্লাহ বলেছেনঃ

كُلَّمَا زَادَ عِلْمُ الرَّجُلِ زَادَ تَوَاضُعُهُ، وَكُلَّمَا زَادَ جَهْلُهُ زَادَ كِبْرُهُ

"মানুষের জ্ঞান যত বাড়ে, তার বিনয় তত বাড়ে; আর অজ্ঞতা যত বাড়ে, তার অহংকার তত বাড়ে।"
অর্থ: জ্ঞান মানুষকে নরম করে, অজ্ঞতা তাকে কঠোর ও অহংকারী করে।
সূত্র: Hilyat al-Awliya

৫. জ্ঞানী সমাজকে আলোকিত করে, মূর্খ সমাজকে ধ্বংস করে;

ইবনে কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেছেনঃ

بِالْعِلْمِ تُحْيَا الْأُمَمُ وَبِالْجَهْلِ تَمُوتُ

"ইলমের মাধ্যমে জাতি জীবিত হয়, আর অজ্ঞতার মাধ্যমে ধ্বংস হয়।"
অর্থ: সভ্যতা ও পতনের মূল কারণ জ্ঞান ও অজ্ঞতা।
সূত্র: Miftah Dar as-Sa'adah

জ্ঞানী ও মূর্খের মধ্যে পার্থক্য শুধু শিক্ষা বা ডিগ্রির নয়; বরং এটি চিন্তা, চরিত্র, ইবাদত, সিদ্ধান্ত এবং আখিরাতের সফলতার পার্থক্য।
জ্ঞানী ব্যক্তি আলোর পথে চলে অন্যদিকে মূর্খ ব্যক্তি অন্ধকারে থাকে।
তাই ইসলামে ইলম অর্জনকে ফরজ করা হয়েছে, কারণ এটি মানুষকে সঠিক পথ দেখায় এবং দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে সফল করে।
আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে উপকারী জ্ঞান দান করুন, অজ্ঞতা থেকে রক্ষা করুন এবং জ্ঞান অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দিন। আমীন।

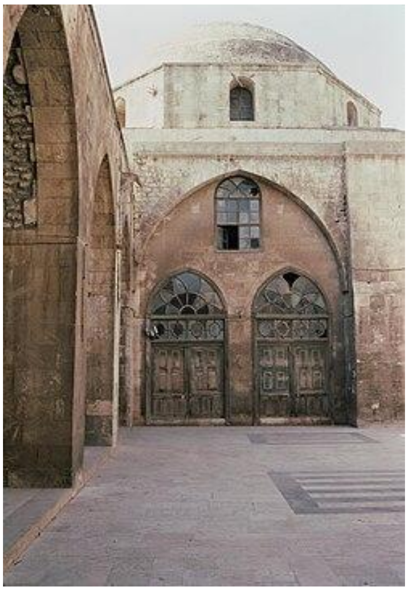

ইলম অন্বেষণের বিধান

ইলম অন্বেষণ করা সর্বশ্রেষ্ঠ আমলের অন্তর্ভুক্ত।আর শারঈ ইলম অন্বেষণ করা ফরযে কেফায়া। যখন কোন ব্যক্তি শরঈ ইলম অর্জনের দায়িত্ব গ্রহণ করবে,তা সংরক্ষন করবে, তখন অন্যদের জন্য তা অন্বেষণ করা 'সুন্নাহ' হয়ে যাবে।আর কখনো কখনো শারঈ ইলম অন্বেষণ করা 'ফরযে আইন'(ব্যক্তিগত ভাবে পালনীয় ফরয) হয়ে যায়। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা ইরশাদ করেছেন,

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"যদি তোমরা না জানো, তবে জ্ঞানীদের জিঙ্গাসা করে নাও।"(সূরা আন নাহল,১৬:৪৩)

মানুষ যে ইবাদাত করার ইচ্ছা করে এবং যে লেনদেন সম্পন্ন করার ইচ্ছা করে,সে বিষয়ে জ্ঞান অর্জন মানুষের উপর নির্ভর করে। কেননা এ অবস্থায় তার উপর জানা আবশ্যক কিভাবে সে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এ ইবাদাতটি করবে এবং কিভাবে এ লেনদেন টি সম্পূর্ণ করবে।আর ইলম অর্জনকারীর জন্য স্বয়ং নিজে উপলব্ধি করা উচিত যে,ইলম অর্জনের সাথে সাথে 'ফরযে কেফায়া' আদায়কারীর যে সাওয়াব,সে সাওয়াব তার অর্জিত হওয়ার জন্য সে ইলম অর্জনের মুহূর্তেই 'ফরযে কেফায়া' আদায় করছে। হাদীস শরীফে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَال:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
"مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ، أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ"

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন - রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,"যে ব্যক্তির কাছে কোন ইলম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো,আর সে তা গোপন করলো, কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরানো হবে।"(জামে-আত-তিরমিযী:২৬৪৯;সুনান আবু দাউদ;৩৬৫৮)।

ইসলামে ইলম (জ্ঞান) শুধু একটি সাধারণ বিষয় নয়; বরং এটি দ্বীনের ভিত্তি, ইবাদতের সঠিকতা এবং মানুষের দুনিয়া-আখিরাতের সফলতার মূল চাবিকাঠি। কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইলম অন্বেষণ করা কখনো ফরজ, কখনো ওয়াজিব এবং কখনো নফল হিসেবে বিবেচিত হয়।ইসলামে ইলম অন্বেষণ সাধারণভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সাওয়াবের কাজ। তবে সব ইলমের হুকুম এক নয়। কিছু ইলম অর্জন ফরজ, কিছু ফরজে কিফায়া, কিছু মুস্তাহাব এবং কিছু হারামও হতে পারে।

১. ফরজে আইন ইলম:
যে জ্ঞান প্রত্যেক মুসলিম নারী-পুরুষের জন্য জানা আবশ্যক, তাকে ফরজে আইন ইলম বলে।
যেমনঃ
*ঈমানের মৌলিক আকীদা।
*নামাজ, রোজা, যাকাতের মাসআলা।
*হালাল-হারাম সম্পর্কিত জ্ঞান।
*পবিত্রতা ও ইবাদতের বিধান ইত্যাদি।
রাসূল ﷺ বলেছেনঃ

«طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»

“ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ।”
— Sunan Ibn Majah, হাদীস: ২২৪
অর্থাৎ এমন জ্ঞান অর্জন করা বাধ্যতামূলক যা ছাড়া একজন মুসলিম তার দ্বীন সঠিকভাবে পালন করতে পারে না।

২. ফরজে কিফায়া ইলম:
যে জ্ঞান সমাজের কিছু লোক অর্জন করলে অন্যদের দায়িত্ব আদায় হয়ে যায় তাকে ফরজে কিফায়া বলে।
যেমনঃ
*তাফসীর।

*হাদীস শাস্ত্র।
*ফিকহ।
*চিকিৎসাবিজ্ঞান।
*গণিত।
*প্রযুক্তি।
*বিচার ব্যবস্থা ইত্যাদি।
যদি সমাজে কেউ এসব জ্ঞান অর্জন না করে তাহলে সবাই গুনাহগার হবে।
ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেনঃ
“যে সকল জ্ঞানের মাধ্যমে দুনিয়ার ব্যবস্থা ও মানুষের প্রয়োজন পূরণ হয়, তা ফরজে কিফায়া।”

৩. মুস্তাহাব বা নফল ইলম:
অতিরিক্ত উপকারী জ্ঞান অর্জন করা মুস্তাহাব।
যেমনঃ
*অতিরিক্ত হাদীস অধ্যয়ন
*আরবী সাহিত্য
“ইতিহাস
*দাওয়াহ সম্পর্কিত গবেষণা ইত্যাদি।
এসব জ্ঞান মানুষকে মর্যাদা ও আল্লাহর নৈকট্য বৃদ্ধি করে।

৪. হারাম বা নিষিদ্ধ জ্ঞান:
যে জ্ঞান মানুষের ক্ষতি, বিভ্রান্তি বা গুনাহের কারণ হয় তা হারাম।
যেমনঃ
*জাদুবিদ্যা
*প্রতারণামূলক কৌশল
*অশ্লীলতা বিস্তারকারী জ্ঞান
*মানুষকে পথভ্রষ্ট করার বিদ্যা ইত্যাদি।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُم

“তারা এমন বিষয় শিক্ষা করে যা তাদের ক্ষতি করে, উপকার করে না।”
— সূরা আল-বাকারাহ: **১০২**।

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা আমাদের সর্বাবস্থায় উপকারী ইলম অন্বেষণের এবং সে অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করুক আমীন।

ইলমের জন্য মেহনত

ইলমের জন্য মেহনত কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝার জন্য চলুন বিখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:)এর ঘটনা জেনে আসি। তিনি ছিলেন অল্প বয়সী সাহাবীদের একজন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর তিনি বড় বড় সাহাবীদের কাছে গিয়ে ইলম অন্বেষণ করতেন।আর এলাকার সমবয়সী ছেলেদের কেও বলতেন,চল আমরা সাহাবাদের কাছে গিয়ে ইলম শিক্ষা করি। কেননা তারা তো অনেকেই জীবিত। বন্ধুরা আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলত,বড় বড় সাহাবী থাকতে কি মানুষেরা তোমার ইলমের মুখাপেক্ষী হবে? ফলে তারা যেত না আর তিনি গিয়ে সাহাবাদের কাছ থেকে ইলম শিক্ষা করতেন।

তিনি বলেন, আমি যখন শুনতাম অমুক সাহাবীর কাছে ইলম আছে তার বাড়ির দরজার সামনে গিয়ে অপেক্ষা করতাম।কোনো সময় এমন ও হতো যে,সাহাবীর আসতে দেরি হচ্ছে আর আমি ও ক্লান্ত তখন আমি তার অপেক্ষায় আমার চাদরখানাকে বালিশ বানিয়ে তার দরজায় শুয়ে পড়তাম। যখন সাহাবী বাড়ি থেকে বের হয়ে তাঁর দরজায় আমাকে এভাবে পড়ে থাকতে দেখতেন, তখন বলতেন,হায় আল্লাহ! নবীজীর চাচাতো ভাইয়ের এ কী অবস্থা! আমাকে সম্বোধন করে বলতেন, আপনার কোন জিনিসের প্রয়োজন? আমার কাছে খবর পাঠালে আমি নিজেই আপনার বাড়িতে গিয়ে হাজির হতাম। তখন আমি বলতাম কখনোই না!আমিই আপনার কাছে আসার বেশি মুখাপেক্ষী। এরপর আমি তার থেকে হাদীসের জ্ঞান হাসিল করতাম।

একসময় যখন বড় বড় সকল সাহাবা একে একে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। লোকজন দ্বীনি জ্ঞান হাসিল করার জন্য আমার চারপাশে ভিড় জমাতে লাগল। তখন ঐ আনসারী ছেলেরা আমাকে দেখে বলতো,

. كَان َ هَذَا ال ْ فَتَى أ َعْقَل َ مِ ن ا

“এই যুবক আমাদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান ছিল।”(সুনানে দারেমী, হাদীস:৫৯০)।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা:)কে জিজ্ঞেস করা হল, আপনার এত বিপুল ইলম কিভাবে অর্জিত হয়েছে?
তিনি উত্তর দিলেন,

ٍ. بِ لِسَان ٍ سَؤُولٍ، و َ قَل ْب ٍ عَقُول

“অধিক জিগ্যেসকারী যবান ও সজাগ হৃদয়ের মাধ্যমে।”(ইমাম আহমদ,২/৯৭০)।

ইলম বা জ্ঞান অর্জন ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত। কিন্তু ইলম এমন এক মহামূল্যবান সম্পদ যা কেবল আশা বা অলসতার মাধ্যমে অর্জিত হয় না; বরং এর জন্য প্রয়োজন ধৈর্য, ত্যাগ, অধ্যবসায় ও কঠোর পরিশ্রম। সালাফে সালেহীনগণ ইলম অর্জনের জন্য দূর-দূরান্তে সফর করেছেন, ক্ষুধা-দারিদ্র্য সহ্য করেছেন এবং রাতের পর রাত জেগে অধ্যয়ন করেছেন। এজন্যই তারা উম্মাহর শ্রেষ্ঠ আলেমে পরিণত হয়েছিলেন।

ইলম অর্জনে মেহনতের গুরুত্ব:
আল্লাহ তাআলা মানুষকে চেষ্টা ও পরিশ্রমের শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ

﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

“মানুষ তাই পায় যার জন্য সে চেষ্টা করে।”
— সূরা আন-নাজম: ৩৯
এই আয়াত প্রমাণ করে যে, ইলমসহ সকল কল্যাণ অর্জনের জন্য মেহনত অপরিহার্য।

ইলম সহজে অর্জিত হয় না:
ইমাম ইয়াহইয়া ইবন আবী কাসীর رحمه الله বলেনঃ

»لَا يُسْتَطَاعُ الْعِلْمُ بِرَاحَةِ الْجَسَد«ِ

“শরীরের আরাম দ্বারা ইলম অর্জন করা যায় না।”
— সহীহ মুসলিম, মুকাদ্দিমা।
অর্থাৎ যে ব্যক্তি আরাম-আয়েশে ডুবে থাকবে, সে প্রকৃত ইলম অর্জন করতে পারবে না। ইলমের জন্য কষ্ট সহ্য করতে হয়।

ইলম অর্জনে সফর ও ত্যাগ:
সাহাবী ও সালাফগণ একটি হাদীস শেখার জন্যও দীর্ঘ সফর করতেন।
জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহুর সফর:
হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি হাদীস শুনার জন্য এক মাসের সফর করেছিলেন।
ইমাম বুখারী رحمه الله বর্ণনা করেনঃ
“জাবির ইবন আবদুল্লাহ একটি হাদীসের জন্য এক মাস ভ্রমণ করেছিলেন।”
— সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল ইলম।
এ থেকে বোঝা যায়, ইলমের জন্য কষ্ট ও সফর করা সালাফদের পদ্ধতি ছিল।

ইলম অর্জনে ধৈর্য ও অধ্যবসায়:
মূসা আলাইহিস সালামের শিক্ষা গ্রহণ
আল্লাহ তাআলা কুরআনে মূসা আলাইহিস সালামের সফরের ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

﴿لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا

“আমি চলতেই থাকব, যতক্ষণ না দুই সমুদ্রের মিলনস্থলে পৌঁছাই অথবা দীর্ঘকাল চলতে থাকি।”
— সূরা আল-কাহফ: ৬০
মূসা আলাইহিস সালাম জ্ঞান অর্জনের জন্য দীর্ঘ সফর ও কষ্ট স্বীকার করেছিলেন।

সালাফে সালেহীনদের ইলমের জন্য মেহনত:

১. ইমাম বুখারী رحمه الله:

তিনি হাজার হাজার মুহাদ্দিসের নিকট সফর করেছেন। বলা হয়, তিনি প্রায় ছয় লক্ষ হাদীস মুখস্থ করেছিলেন।

তিনি রাতের বেলায় বহুবার উঠে হাদীস লিখতেন ও পুনরাবৃত্তি করতেন।

২. ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল رحمه الله:

তিনি ইলমের জন্য ইয়েমেন, শাম, হিজাজসহ বিভিন্ন স্থানে সফর করেন। কখনো কখনো খাবারের অভাবেও দিন কাটিয়েছেন।

তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলঃ

"মানুষ কখন বিশ্রাম পাবে?"

তিনি উত্তর দেনঃ

"জান্নাতে প্রবেশের পর।"

এটি ইলম ও নেক আমলের জন্য তাঁর কঠোর পরিশ্রমের পরিচয় বহন করে।

৩. ইমাম শাফেয়ী رحمه الله:

তিনি দারিদ্র্যের কারণে হাড় ও চামড়ার টুকরোতে লিখে ইলম সংরক্ষণ করতেন।

তিনি বলেনঃ

«مَنْ لَمْ يَذُقْ ذُلَّ التَّعَلُّمِ سَاعَةً تَجَرَّعَ ذُلَّ الْجَهْلِ أَبَدًا»

"যে ব্যক্তি শিক্ষাগ্রহণের সামান্য কষ্ট সহ্য করবে না, সে আজীবন অজ্ঞতার অপমান ভোগ করবে।"

ইলম অর্জনের জন্য যে বিষয়গুলোতে মেহনত প্রয়োজন:

১. সময়ের সদ্ব্যবহার;

ইলম অর্জনের জন্য সময়কে মূল্য দিতে হবে। অলসতা ও সময় অপচয় ইলমের বড় শত্রু।

হাসান আল-বাসরী رحمه الله বলেনঃ

“হে আদম সন্তান! তুমি তো কয়েকটি দিনের সমষ্টি। একটি দিন চলে গেলে তোমার একটি অংশ চলে যায়।”

২. নিয়মিত অধ্যয়ন;

একদিন পড়ে কয়েকদিন বিরতি দিলে ইলম মজবুত হয় না। নিয়মিত পড়াশোনা অত্যন্ত জরুরি।

৩. শিক্ষক ও আলেমদের সান্নিধ্য:

ইলম কেবল বই পড়ে অর্জিত হয় না; বরং আলেমদের নিকট বসে শিখতে হয়।

আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক رحمه الله বলেনঃ

“ইসনাদ বা শিক্ষকের সূত্র দ্বীনের অংশ।”

৪. আমল ও তাকওয়া;

যে ইলমের উপর আমল করা হয় না, সে ইলম বরকতহীন হয়ে যায়।

আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾

“তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহ তোমাদের শিক্ষা দেবেন।”

— সূরা আল-বাকারাহ: ২৮২।

ইলম এমন এক সম্পদ যা কষ্ট, ধৈর্য ও ত্যাগ ছাড়া অর্জিত হয় না। সালাফে সালেহীনদের জীবন আমাদের শেখায় যে, ইলমের জন্য মেহনত করাই সফলতার

চাবিকাঠি। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইলম অর্জনে পরিশ্রম করবে, আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত করবেন। তাই প্রত্যেক মুসলিমের উচিত অলসতা ত্যাগ করে ইখলাস, ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সাথে ইলম অন্বেষণে আত্মনিয়োগ করা।

ইলম অন্বেষণের মর্যাদা ও ফযীলত

ইলমের অনেক মর্যাদা রয়েছে। ইলমের ধারক বাহকেরা নবী রাসুলদের উত্তরাধিকারী (সুবহানাল্লাহ)।আর আবেদ ও আলেমের মর্যাদার ফারাক আসমান ও জমিনের মতো। আবু দারদা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُول:
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ، حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ، وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا، إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ.

"যে ব্যক্তি ইলম হাসিলের উদ্দেশ্যে কোনো পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তাঁর জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।আর তলিবুল ইলমকে খুশি করতে ফেরেশতারা তাদের ডানা বিছিয়ে দেন। আলেমের জন্য আসমান ও জমিনের সবাই মাগফেরাত কামনা করতে থাকে। এমনকি পানির মাছগুলো পর্যন্ত।আর আবেদের ওপর আলেমের শ্রেষ্ঠত্ব সকল তারকার ওপর চাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের মতো। নিশ্চয়ই আলেমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী। তবে নবীগণ দিনার বা দিরহামের উত্তরাধিকারী বানান না। তারা কেবল ইলমের

ওয়ারিশ বানান।অতএব যে তা গ্রহণ করে সে পূর্ণ অংশই পায়।”(তিরমিযী, হাদীস:২৬৮২)।

মূর্খতা হলো একটি রোগ।আর এই রোগের ওষুধ হলো ইলম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ

“নিশ্চয়ই অজ্ঞতার চিকিৎসা হলো জিজ্ঞাসা।”(সুনান আবু দাউদ, হাদীস:৩৩৬)।

ইলম অন্বেষণের ফযীলত:
১. জান্নাতের পথ সহজ হয়ে যায়;
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

“যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের জন্য কোনো পথে চলে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।”
— সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৬৯৯
এ হাদীস ইলম অন্বেষণের সর্বোচ্চ মর্যাদার প্রমাণ।

২. ফেরেশতাগণ সন্তুষ্ট হয়ে ডানা বিছিয়ে দেন:
রাসূল ﷺ বলেছেন—

وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ

“নিশ্চয়ই ফেরেশতারা ইলম অন্বেষণকারীর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তার জন্য নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন।”
— সুনান আবু দাউদ, হাদীস: ৩৬৪১

— জামে তিরমিযী, হাদীস: ২৬৮২

৩. আলেমদের মর্যাদা ইবাদতকারীর চেয়েও শ্রেষ্ঠ:
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ

“একজন আলেমের মর্যাদা একজন আবেদের উপর এমন, যেমন আমার মর্যাদা তোমাদের সাধারণ ব্যক্তির উপর।”
— জামে তিরমিযী, হাদীস: ২৬৮৫
কারণ আলেম নিজের পাশাপাশি অন্যদেরও উপকৃত করেন।

৪. ইলম সদকায়ে জারিয়াহ:
রাসূল ﷺ বলেছেন—

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ ... أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ

“মানুষ মারা গেলে তার আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে তিনটি আমল ব্যতীত... উপকারী ইলম, যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়।”
— সহীহ মুসলিম, হাদীস: **১৬৩১**
অতএব, উপকারী ইলম এমন সম্পদ যা মৃত্যুর পরও সওয়াব পৌঁছাতে থাকে।

ইলম বা জ্ঞান মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ইসলামে ইলমকে এমন মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, যা অন্য কোনো সম্পদকে দেওয়া হয়নি। ইলম মানুষকে আল্লাহর পরিচয় দান করে, হালাল-হারামের পার্থক্য শেখায়, সত্য ও মিথ্যার মাঝে ফয়সালা করতে সাহায্য করে এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার পথ দেখায়। এজন্যই ইসলাম ইলম অন্বেষণকে ইবাদত হিসেবে গণ্য করেছে।আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম যে ওহী নাযিল করেন, তার শুরুই ছিল পড়ার আদেশ দিয়ে। এটি প্রমাণ করে যে, ইসলামের ভিত্তিই হলো জ্ঞান।হযরত মু‘আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন,

تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ، فَإِنَّ تَعَلُّمَهُ لِلَّهِ خَشْيَةٌ، وَطَلَبَهُ عِبَادَةٌ، وَمُذَاكَرَتَهُ تَسْبِيحٌ

“তোমরা ইলম শিক্ষা করো। কারণ আল্লাহর জন্য ইলম শিক্ষা করা হলো আল্লাহভীতি, ইলম অন্বেষণ করা ইবাদত, আর তা আলোচনা করা তাসবীহ।”

রেফারেন্স:

Jami' Bayan al-'Ilm wa Fadlih

১/১২৯

আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

لَا أَعْلَمُ بَعْدَ النُّبُوَّةِ أَفْضَلَ مِنْ بَثِّ الْعِلْمِ

“নবুওয়তের পর মানুষের মাঝে ইলম প্রচারের চেয়ে উত্তম কোনো কাজ আমি জানি না।”

রেফারেন্স:

Hilyat al-Awliya

৮/১৬৪

সালাফে সালেহীন—অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীগণ—ইলমকে দ্বীনের প্রাণ মনে করতেন। তাদের দৃষ্টিতে ইলম ছিল আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের সর্বোত্তম মাধ্যম, আমলের ভিত্তি এবং উম্মাহর নেতৃত্বের মূল শক্তি। তারা ইলম অন্বেষণের জন্য দীর্ঘ সফর করতেন, দারিদ্র্য ও কষ্ট সহ্য করতেন এবং জীবনের মূল্যবান সময় ব্যয় করতেন।

ইলম প্রচারে প্রতিযোগিতা

ইলম প্রচার করা ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল বা কাজ। তবে এই কাজে প্রতিযোগিতা বলতে উদ্দেশ্যে হবে-নেক কাজে এগিয়ে যাওয়া, মানুষের উপকার করা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। অহংকার বা নাম-যশের জন্য নয়। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন,

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহ্বান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দযুক্ত পন্থায়। নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তাই ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত রয়েছেন,যে তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভালো জানেন তাদেরকে, যারা সঠিক পথে আছে।”(সূরা আন নাহল; আয়াত:১২৫)।

ইলম প্রচার করতে হবে জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও সুন্দর পদ্ধতিতে ,আর এটাই সঠিক প্রতিযোগিতা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

“তোমরা আমার পক্ষ থেকে (মানুষের কাছে) পৌঁছে দাও, যদিও তা একটি আয়াতই হয়।”(সহীহ আল বুখারী, হাদীস নং:৩৪৬১)।

অন্য এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

“তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম,যে কুরআন শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়।”(সহীহ আল বুখারী, হাদীস নং:৫০২৪)।

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা কেবল দুটি বিষয়ে পরস্পর হিংসা বা ঈর্ষা পোষণ বৈধ রেখেছেন:সম্পদ ব্যয় এবং ইলম ব্যয়। তাহলে এই দুটি বিষয়ের মর্যাদা কতইনা বেশি! মানুষকে নানা ধরনের কল্যাণ আহরণে পরস্পর প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا

“কেবল দুই ব্যক্তিকে হিংসা করার অনুমতি রয়েছে,

(১)ওই ব্যক্তি, আল্লাহ যাকে সম্পদ দিয়েছেন। অতঃপর তাকে সে সম্পদ হকের পথে ব্যয় করতে ন্যস্ত করেছেন।
(২)আর ওই ব্যক্তি, যাকে তিনি হিকমাহ বা ইলম দান করেছেন,ফলে সে তা দিয়ে বিচার করে এবং তার শিক্ষা দেয়।”

রেফারেন্স:(সহীহ আল বুখারী, হাদীস নং:৭৩; সহীহ আল মুসলিম, হাদীস নং:৮১৬)।

ইসলামে ইলম বা জ্ঞান অর্জনের মতোই ইলম প্রচার করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত। কুরআন ও সুন্নাহতে বারবার মানুষকে সত্য, হিদায়াত ও কল্যাণের দিকে আহ্বান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন এবং সালাফে সালেহীনগণ ইলম অর্জনের পাশাপাশি তা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রেও একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করতেন। তবে এই প্রতিযোগিতা ছিল ইখলাস, দাওয়াহ, দ্বীনের খিদমত এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে; দুনিয়াবি খ্যাতি, অনুসারী বৃদ্ধি বা আত্মপ্রদর্শনের জন্য নয়।

ইলম প্রচারের গুরুত্ব:
আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا

"ঐ ব্যক্তির কথার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে, যে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে এবং নেক আমল করে।"
— সূরা ফুসসিলাত : ৩৩
এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা দাওয়াত ও ইলম প্রচারকে সর্বোত্তম কাজের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা আরো বলেন—

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

"তোমরা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করো।"
— সূরা আল-বাকারাহ : ১৪৮
ইলম শিক্ষা দেওয়া, দাওয়াত দেওয়া, মানুষকে কুরআন-সুন্নাহ শেখানো—সবই সর্বোত্তম নেক কাজের অন্তর্ভুক্ত। তাই এসব কাজে প্রতিযোগিতা করা প্রশংসনীয়।

ইলম প্রচারের ফযীলত:
১. মানুষকে হিদায়াতের দিকে আহ্বান করার সওয়াব;
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ

"যে ব্যক্তি হিদায়াতের দিকে আহ্বান করে, সে তার অনুসরণকারীদের সমপরিমাণ সওয়াব পাবে।"
— সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২৬৭৪
এটি ইলম প্রচারের বিশাল মর্যাদা প্রমাণ করে।

২. সর্বোত্তম মানুষ হওয়ার উপায়;
রাসূল ﷺ বলেছেন—

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

"তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে, যে কুরআন শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়।"
— সহীহ আল বুখারী, হাদীস : ৫০২৭
এ হাদীস অনুযায়ী ইলম শেখা ও শেখানো উভয়ই শ্রেষ্ঠ আমল।

সাহাবায়ে কেরাম রাসূল ﷺ থেকে ইলম শিখে দ্রুত তা অন্যদের কাছে পৌঁছে দিতেন। তারা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন শুধুমাত্র দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হাজার হাজার হাদীস বর্ণনা করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রা., আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. প্রমুখ সাহাবীগণ ইলম শিক্ষা দেওয়ার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

ইলম প্রচার ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত। এটি নবীদের মিশন, আলেমদের দায়িত্ব এবং উম্মাহর কল্যাণের মাধ্যম। ইসলামে ইলম প্রচারে প্রতিযোগিতা উৎসাহিত করা হয়েছে, তবে সেই প্রতিযোগিতা হতে হবে ইখলাস, আমল ও আখিরাতের সফলতার জন্য।
আজ মুসলিম সমাজের প্রয়োজন এমন মানুষ, যারা সহীহ ইলম শিখবে, তার উপর আমল করবে এবং সুন্দর চরিত্র ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেবে।আল্লাহ তায়ালা বলেন—

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

"আপনার রবের পথে আহ্বান করুন প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে।"
— সূরা আন-নাহল : ১২৫।

ইলম হলো উত্তম জিহাদ

জিহাদের একটি প্রকার হলো প্রমাণ ও দলীলের মাধ্যমে জিহাদ করা।এটিই নবীর উত্তরাধিকারী নেতৃবৃন্দের জিহাদ।মুখ ও হাতের জিহাদ থেকে এটি উত্তম। কারণ ইলম অর্জনে বেশি কষ্ট করতে হয় এবং এর শত্রু বেশি। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا
فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

“আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক জনপদে একজন ভয় প্রদর্শনকারী প্রেরণ করতে পারতাম।অতএব আপনি কাফেরদের আনুগত্য করবেন না এবং তাদের সাথে এর (কুরআনের) সাহায্যে কঠোর সংগ্রাম করুন।”(সূরা আল ফুরকান, আয়াত:৫১-৫২)।

এখানে ”بِه” (এর দ্বারা) বলতে কুরআন অর্থাৎ ইলম ও দাওয়াহ দ্বারা জিহাদ বুঝানো হয়েছে।

আবু সাঈদ খুদরি (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال:َ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

“সর্বউত্তম জিহাদ হলো অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলা।”(সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং:৪৩৪৪, সুনান তিরমিযী, হাদীস নং:২১৭৪)।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেছেন,

قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

مَنْ رَأَى الْغُدُوَّ وَالرَّوَاحَ إِلَى الْعِلْمِ لَيْسَ بِجِهَادٍ فَقَدْ نَقَصَ عَقْلُهُ

“যে ব্যক্তি ইলমের জন্য সকাল-সন্ধ্যা যাতায়াতকে জিহাদ মনে করে না, তার জ্ঞান অপূর্ণ।”
রেফারেন্স;

جامع بيان العلم وفضل

বিখ্যাত তাবেয়ী সুফিয়ান আস-সাওরী (রহ.) বলেছেন,

قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ:
مَا مِنْ عَمَلٍ أَفْضَلُ مِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ إِذَا صَحَّتِ النِّيَّةُ

“নিয়ত সহীহ হলে ইলম অর্জনের চেয়ে উত্তম কোনো আমল নেই।”
রেফারেন্স:(جامع بيان العلم)

ইসলামে “জিহাদ” শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক অর্থবোধক। জিহাদ মানে শুধু যুদ্ধ নয়; বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা, সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ করাই হলো জিহাদ। এই জিহাদের সর্বোত্তম রূপগুলোর একটি হলো—ইলম অর্জন ও ইলম প্রচার করা। কারণ ইলমই মানুষকে হিদায়াতের পথে পরিচালিত করে, বাতিলকে প্রতিহত করে এবং দ্বীনকে জীবিত রাখে।
সালাফে সালেহীনগণ ইলম অন্বেষণকে “উত্তম জিহাদ” হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। কেননা তলোয়ারের জিহাদ সাময়িকভাবে শত্রুকে দমন করে, কিন্তু ইলমের জিহাদ মানুষের অন্তর, সমাজ ও সভ্যতাকে সংশোধন করে।রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

“সর্বোত্তম জিহাদ হলো অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলা।”
— সুনান আবু দাউদ, হাদীস: ৪৩৪৪
— জামে আত তিরমিযী, হাদীস: ২১৭৪

ইলম হলো এমন এক জিহাদ, যা মানুষের হৃদয় পরিবর্তন করে, সমাজকে সংশোধন করে এবং দ্বীনকে সংরক্ষণ করে। তলোয়ার শত্রুর শরীরকে পরাজিত করে, কিন্তু ইলম শয়তান, জাহিলিয়াত ও বিভ্রান্তিকে পরাজিত করে।
সালাফে সালেহীনগণ তাই ইলম অর্জন, শিক্ষা ও প্রচারকে মহান জিহাদ হিসেবে দেখেছেন। আজকের যুগে মুসলিম উম্মাহর সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো সহীহ ইলমের জিহাদ—যার মাধ্যমে মানুষ কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে আসবে।

বর্তমান যুগে ইলমের জিহাদ কিভাবে করা যায়?
১. সহীহ আকীদা শিক্ষা করা
২. কুরআন ও হাদীস অধ্যয়ন করা
৩. আলেমদের সান্নিধ্যে থাকা
৪. সামাজিক মাধ্যমে সত্য প্রচার করা
৫. বিদআত ও ভ্রান্তি থেকে সতর্ক থাকা
৬. ইলম অনুযায়ী আমল করা
৭. নতুন প্রজন্মকে দ্বীনি শিক্ষা দেওয়া ইত্যাদি।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ,
তিনি ছিলেন ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ: এর ছাত্র এবং ইসলামী আকীদা, তাযকিয়া ও দাওয়াহ বিষয়ে প্রসিদ্ধ আলেম। তিনি বলেছেন,

“শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ হয় ইলম ও ইয়াকীনের মাধ্যমে।”
তিনি আরও বলেন—

جِهَادُ الْحُجَّةِ وَالْبَيَانِ مُقَدَّمٌ عَلَى جِهَادِ السَّيْفِ وَالسِّنَانِ

“দলিল ও বর্ণনার জিহাদ, তরবারির জিহাদের চেয়েও অগ্রগণ্য।”

সালাফে সালেহীনগণ ইলম অর্জন, শিক্ষা ও প্রচারকে আল্লাহর পথে সর্বোত্তম জিহাদের অন্তর্ভুক্ত মনে করতেন। তারা বিশ্বাস করতেন যে, তরবারির জিহাদ যেমন

ইসলামকে বাহ্যিক শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে, তেমনি ইলমের জিহাদ ইসলামকে বিদআত, জাহিলিয়াত ও বিভ্রান্তি থেকে সংরক্ষণ করে।

তালেবে ইলম হওয়া

ইসলামে "তালেবে ইলম" বা জ্ঞান অন্বেষণকারী ব্যক্তির মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চ। আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত করার জন্য, আর সঠিকভাবে ইবাদত করতে হলে প্রয়োজন সহীহ ইলম। তাই ইলম অর্জনের পথে চলা কেবল একটি নেক কাজ নয়; বরং এটি আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম মহান মাধ্যম। তালেবে ইলম সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে, তা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করে এবং অন্যদের কাছে পৌঁছে দেয়। কুরআন, সুন্নাহ ও সালাফে সালেহীনের জীবনীতে তালেবে ইলমদের মর্যাদা ও ফযীলত অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হয়েছে।

তালেবে ইলমের পরিচয়:
"তালিবুল ইলম" (طالب العلم) অর্থ—জ্ঞান অনুসন্ধানকারী। ইসলামী পরিভাষায় সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর দ্বীন বোঝার জন্য কুরআন, হাদীস, ফিকহ, আকীদাহ ও ইসলামী জ্ঞানার্জনে আত্মনিয়োগ করে।
আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾

"তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করতে পারে?"
— আল-কুরআন ৯:১২২।

তালেবে ইলমের মর্যাদা আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার কাছে অনেক অনেক বেশি। একজন তালেবে এলেম দুনিয়ার অন্য সব থেকে মূল্যবান।পৃথিবীর সব কিছুই ধ্বংসে নিপতিত,সবই বিলয়ের পথে ধাবমান,সব কিছুর উপরে লানতের বর্ষন অব্যাহত রয়েছে।সব কিছুর মধ্যে কেবল মানুষের দুইটি শ্রেনী ব্যতিক্রম যাদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হতে থাকে:ইলম সম্পন্ন ব্যক্তি ও ইলেম অন্বেষণকারী এবং অধিক হারে আল্লাহর জিকিরকারী আবেদ।
হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
»أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا، إِلَّا ذِكْرَ اللَّهِ وَمَا وَالَاهُ، وَعَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا«

“মনে রেখো, নিশ্চয়ই দুনিয়া অভিশপ্ত। অভিশপ্ত এতে যা আছে তাও। শুধু আল্লাহ তায়ালার জিকির ও জিকিরের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো এবং আলেম ও তালেবে এলেম ছাড়া।”(তিরমিযী, হাদীস নং:২৩২২, ইবনে মাজাহ, হাদীস নং:৪১০২)।

মানুষ ইলমের চেয়ে মালের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়।অথচ মালের চেয়ে ইলমের মর্যাদা অনেক বেশি।এ ব্যাপারে শরীয়ত আমাদেরকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষকে চার ভাগে বিভক্ত করেছে। এদের মধ্যে দুই দল হবে নাজাত বা মুক্তিপ্রাপ্ত। তারা হলেন যারা ইলম নিয়ে ব্যস্ত থাকেন।কাবশা আনমারী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন,

আরবী:
عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُول:
»**ثَلَاثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ، وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ:
مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ،
وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا،
وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ.
وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ:

إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ:
عَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا، فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ.
وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا، وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا، فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ، فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ.
وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا، وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ.
وَعَبْدٌ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا، فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ، فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ**»

বাংলা অনুবাদ:
আবু কাবশা আল-আনমারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—
“তিনটি বিষয়ের ব্যাপারে আমি শপথ করছি এবং তোমাদের কাছে একটি হাদীস বলছি, তোমরা তা সংরক্ষণ করো—

কোনো বান্দার সম্পদ সদকা করলে কমে না,
কোনো ব্যক্তির প্রতি জুলুম করা হলে সে যদি ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ তার সম্মান বৃদ্ধি করেন,
আর যে ব্যক্তি মানুষের কাছে চাওয়ার দরজা খুলে দেয়, আল্লাহ তার উপর দারিদ্র্যের দরজা খুলে দেন।
আর আমি তোমাদের আরেকটি হাদীস বলছি, তোমরা তা সংরক্ষণ করো—
দুনিয়া চার ধরনের মানুষের জন্য—

১. এমন বান্দা, যাকে আল্লাহ সম্পদ ও জ্ঞান উভয়ই দিয়েছেন। সে এতে তার রবকে ভয় করে, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে এবং এতে আল্লাহর হক আদায় করে—সে সর্বোত্তম মর্যাদায় রয়েছে।

২. এমন বান্দা, যাকে আল্লাহ জ্ঞান দিয়েছেন কিন্তু সম্পদ দেননি। সে সৎ নিয়তের অধিকারী। সে বলে—"আমার যদি সম্পদ থাকত, আমি অমুকের মতো কাজ করতাম।" সে নিয়তের কারণে তার সমান সওয়াব পাবে।

৩. এমন বান্দা, যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন কিন্তু জ্ঞান দেননি। সে অজ্ঞতার সাথে তার সম্পদ ব্যয় করে। এতে সে তার রবকে ভয় করে না, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে না এবং আল্লাহর হক আদায় করে না—সে নিকৃষ্ট মর্যাদায় রয়েছে।

৪. এমন বান্দা, যাকে আল্লাহ না সম্পদ দিয়েছেন, না জ্ঞান দিয়েছেন। সে বলে—"আমার যদি সম্পদ থাকত, আমি অমুকের মতো (খারাপ) কাজ করতাম।" সে নিয়তের কারণে তাদের মতোই গুনাহ পাবে।"
(সুনান আত তিরমিযী , হাদীস নং:২৩২৫)।

জ্ঞানবিহীন সম্পদ কোন কাজেরই না।ইলমেই হচ্ছে দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা আমাদের তালেবে এলেম হওয়ার এবং সে অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দিক, আমীন।

তালেবে ইলমের আদব ও গুণাবলি:
১. ইখলাস বা একনিষ্ঠতা;
ইলম অর্জনের উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি। লোক দেখানো বা দুনিয়াবি স্বার্থে ইলম অর্জন করলে বরকত নষ্ট হয়ে যায়।
রাসূল ﷺ বলেছেনঃ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অর্জনীয় ইলম কেবল দুনিয়াবি স্বার্থের জন্য শিখে, সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না।"
— সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৬৬৪

২. আমল করা;

শুধু জ্ঞান অর্জন করাই যথেষ্ট নয়; বরং সে অনুযায়ী আমল করতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন,

﴿كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾

"তোমরা যা করো না তা বলা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত অপছন্দনীয়।"
— আল-কুরআন ৬১:৩

৩. বিনয় ও নম্রতা;
সত্যিকার তালেবে ইলম অহংকারী হয় না। যত ইলম বাড়ে, তত বিনয় বাড়ে। ইমাম মালিক رحمه الله বলতেনঃ

"ইলম মানুষের মধ্যে বিনয় সৃষ্টি করে।"

৪. ধৈর্য ও পরিশ্রম;
ইলম সহজে অর্জিত হয় না। এর জন্য দীর্ঘ সময়, কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। ইমাম বুখারী হাজার হাজার মাইল সফর করেছেন একটি সহীহ হাদীস সংগ্রহের জন্য।

বর্তমান যুগে তালেবে ইলমদের করণীয়:
১. কুরআন ও সহীহ হাদীসকে মূল ভিত্তি বানানো।দ্বীনের জ্ঞান অবশ্যই কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ থেকে নিতে হবে।

২. আলেমদের সোহবত গ্রহণ;
যোগ্য আলেমদের কাছ থেকে ইলম অর্জন করতে হবে।

৩. সময়ের মূল্য দেওয়া:
অপ্রয়োজনীয় কাজে সময় নষ্ট না করে পড়াশোনা, মুখস্থ ও গবেষণায় সময় ব্যয় করতে হবে।

৪. ইলম প্রচার করা;
যা শিখবে তা অন্যদের শেখাবে।
রাসূল ﷺ বলেছেনঃ

«بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً»

“আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও পৌঁছে দাও।”
— সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৪৬১

তালেবে ইলম হওয়ার উপকারিতা:
আল্লাহর নৈকট্য অর্জন হয়,
ঈমান দৃঢ় হয়,
আমল সহীহ হয়,
সমাজে হিদায়াত ছড়ায়,
বিদআত ও বিভ্রান্তি দূর হয়,
দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা লাভ হয় ইত্যাদি।

তালেবে ইলম হওয়া ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত। একজন সত্যিকারের তালেবে ইলম নিজের জীবনকে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে গড়ে তোলে এবং সমাজকে আলোকিত করে। সালাফে সালেহীনদের জীবন আমাদের শেখায় যে, ইলম অর্জনের জন্য ধৈর্য, ত্যাগ, ইখলাস ও আমল অপরিহার্য।
আজকের মুসলিম সমাজের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো—সহীহ আকীদাহ ও বিশুদ্ধ দ্বীনি ইলম অর্জনকারী তালেবে ইলম তৈরি হওয়া। কারণ ইলমই মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে যায়।
আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে উপকারী ইলম অর্জন করার এবং প্রকৃত তালেবে ইলম হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

ইলম অন্বেষণকারীর আদব কায়দা

ইলম বা জ্ঞান অর্জন ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত। কিন্তু শুধু ইলম অর্জন করাই যথেষ্ট নয়; বরং একজন তালেবে ইলমের জন্য এমন কিছু আদব, আখলাক ও আচরণ রয়েছে যা তাকে অনুসরণ করতে হয়। কারণ আদব ছাড়া ইলম পূর্ণতা লাভ করে না। সালাফে সালেহীনগণ ইলম অর্জনের আগে আদব শেখাকে অধিক গুরুত্ব দিতেন।

একজন সত্যিকারের তালেবে ইলম সেই ব্যক্তি, যার ইলম তার চরিত্র, আমল, বিনয় ও তাকওয়ায় প্রকাশ পায়। তাই ইলম অন্বেষণকারীর জন্য আদব-কায়দা জানা অত্যন্ত জরুরি।

আদবের গুরুত্ব:

১. আদব ইলমের সৌন্দর্য;

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেনঃ

«نَحْنُ إِلَى قَلِيلٍ مِنَ الْأَدَبِ أَحْوَجُ مِنَّا إِلَى كَثِيرٍ مِنَ الْعِلْمِ»

"আমরা অনেক ইলমের চেয়ে সামান্য আদবের অধিক মুখাপেক্ষী।"

অর্থাৎ আদব ছাড়া ইলম মানুষের উপকারে আসে না।

২. সালাফদের আদব শিক্ষার গুরুত্ব:

ইমাম মালিক ইবন আনাস এর মা তাকে বলতেনঃ

"তুমি আগে রাবী'আহর আদব শিখো, তারপর তার ইলম শিখো।"

এটি প্রমাণ করে যে, আদব ইলমের পূর্বশর্ত।

শিক্ষার্থী হিসেবে একজন তালেবে ইলমের আদব কায়দা বা শিষ্টাচার সমূহ মেনে চলা অপরিহার্য। কিছু শিষ্টাচার নিচে উল্লেখ করা হলো:

(১) আল্লাহ তাআলার জন্য নিয়তকে খাঁটি করা:

ইলম অন্বেষণের দ্বারা শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং জান্নাত পাওয়া। কেননা আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা ইলম অন্বেষণের ব্যপারে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহ প্রদান করে বলেছেন,

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ

“জেনে রাখুন, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই।ক্ষমা প্রার্থনা করুন আপনার ক্রটির জন্য এবং মুমিন পুরুষ ও নারীদের জন্য। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত।”(সূরা মুহাম্মদ, আয়াত:১৯)।

যখন আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা কোন বিষয়ের ব্যাপারে বা কোন কাজের প্রশংসা করেন তখন তা ইবাদাত হয়।আর যদি মানুষ মর্যাদার মাধ্যম বানানোর জন্য শারঈ ইলম অন্বেষণের দ্বারা প্রশংসা পাওয়ার নিয়্যাত করে, তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
"مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ، لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:
“যে ব্যক্তি এমন ইলম শিক্ষা করে, যার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা হয়, কিন্তু সে তা শিক্ষা করে কেবল দুনিয়ার সামান্য স্বার্থ অর্জনের জন্য—সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না।”(সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং:৩৬৬৪;সুনান ইবনে মাজাহ, হাদীস নং:২৫২;মুসনাদে আহমদ:৮৪৫৭)।

(২) নিজের এবং অন্যের থেকে অজ্ঞতা দূর করা:

ইলম অন্বেষণের দ্বারা নিজের থেকে এবং অন্যের থেকে অজ্ঞতা দূর করার নিয়্যাত করা। কেননা মানুষের মাঝে মূল সমস্যা হলো অজ্ঞতা। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন,

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে বের করেছেন, তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর দিয়েছেন, যাতে তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার কর।"(সূরা আন নাহল, আয়াত:৭৮)

একজন তালেবে ইলমের উচিত, ইলম অন্বেষণের দ্বারা নিজের থেকে অজ্ঞতা দূর করা এবং আল্লাহভীতি অর্জন করা।

(৩) মতভেদ পূর্ণ মাসআলার ক্ষেত্রে অন্তর প্রসারিত করা:

মতভেদ পূর্ণ বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে ব্যক্তির অন্তর প্রসারিত করা,যার উৎস হলো ইজতিহাদ। কেননা আলিমগণের মাঝে মতভেদ পূর্ণ মাসআলা গুলো হয় এমন বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে,যার ক্ষেত্রে ইজতিহাদের কোন বিকল্প নেই এবং মাসআলাগুলোর ক্ষেত্রে বিষয়টি সুস্পষ্ট, তখন কেউ মাসআলাগুলোর মতভেদের ব্যাপারে ওযর গ্রহণ করবে না।

দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি বা ছাড়াছাড়ি কোনটাই অন্তর্ভুক্ত নয়। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

“নিশ্চয়ই যারা স্বীয় ধর্মকে খন্ড বিখন্ড করেছে এবং অনেক দল হয়ে গেছে, তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যাপার আল্লাহ তায়ালার নিকট সমর্পিত। অতঃপর তিনি বলে দিবেন যা কিছু তারা করে থাকে।”(সূরা আল আনআম, আয়াত:১৫৯)।

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা আরো বলেন,

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

“আর আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার নির্দেশ মান্য কর এবং তার রসূলের। তাছাড়া তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হইয়ো না। যদি তা কর তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে।আর তোমরা ধৈর্য্য ধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা রয়েছেন ধৈর্যশীলদের সাথে।”(সূরা আনফাল, আয়াত:৪৬)।

(৪)ইলম অনুযায়ী আমল করা:

একজন শিক্ষার্থী ‘আকীদা, ইবাদাত, চরিত্র, শিষ্টাচার এবং মুয়ামালাত (লেনদেন) ইত্যাদির ক্ষেত্রে ইলম অনুযায়ী আমল করবে। কেননা আমলই হচ্ছে ইলমের প্রতিফলন।আর ইলমের অধিকারী ব্যক্তি অস্ত্র বহনকারী ব্যক্তির ন্যায়,হয় এটি ঐ ব্যক্তির পক্ষে যাবে অথবা বিপক্ষে যাবে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا"

বাংলা অনুবাদ:
“আর কুরআন তোমার পক্ষে দলিল অথবা তোমার বিরুদ্ধে দলিল। প্রত্যেক মানুষ সকালে বের হয়—কেউ নিজের নফসকে বিক্রি করে তাকে মুক্ত করে, আর কেউ তাকে ধ্বংস করে।”(সহীহ আল মুসলিম, হাদীস নং:২২৩)।

(৫)সহপাঠীদের সাথে উত্তম আচরণ:

তালেবে ইলম কখনো হিংসা, অহংকার ও বিদ্বেষে লিপ্ত হবে না। বরং সহপাঠীদের সহযোগিতা করবে।
রাসূল ﷺ বলেছেনঃ

«لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»

"তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই ভালোবাসে যা সে নিজের জন্য ভালোবাসে।"
— সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৩।

মানুষ সামাজিক জীব। একে অপরের সহযোগিতা ছাড়া সমাজে সুন্দরভাবে বসবাস করা সম্ভব নয়। একজন শিক্ষার্থীর জীবনেও সহপাঠীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সহপাঠীদের সাথে উত্তম আচরণ শিক্ষা জীবনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, পারস্পরিক ভালোবাসা সৃষ্টি করে এবং জ্ঞান অর্জনের পথ সহজ করে দেয়। ইসলাম মানুষকে সুন্দর চরিত্র ও ভদ্র আচরণের শিক্ষা দিয়েছে। তাই একজন তালিবুল ইলম বা শিক্ষার্থীর জন্য সহপাঠীদের সাথে সদাচরণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমল।
আল্লাহ তাআলা বলেন—

"তোমরা মানুষের সাথে উত্তম কথা বলো।"
— আল-কুরআন ২:৮৩

রাসূল ﷺ বলেছেন—
"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যার চরিত্র উত্তম।"
— সহীহ আল-বুখারী।

সহপাঠীদের সাথে উত্তম আচরণের গুরুত্ব:
১. ইলম অর্জনে সহায়ক;

ভালো সম্পর্ক থাকলে একে অপরের থেকে সহজে উপকৃত হওয়া যায়। নোট আদান-প্রদান, পড়া বুঝিয়ে দেওয়া, ভুল সংশোধন করা ইত্যাদি সহজ হয়।
ইমাম শাফেয়ী رحمه الله বলেছেন—

“ইলম অর্জনে ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।”

২. ভালো পরিবেশ সৃষ্টি হয়:
সহপাঠীদের মধ্যে ভালোবাসা ও সম্মান থাকলে শিক্ষাঙ্গনে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হয়। হিংসা, ঝগড়া ও বিদ্বেষ কমে যায়।
রাসূল ﷺ বলেছেন—

“মুমিনগণ পরস্পরে এক দেহের ন্যায়।”
— সহীহ মুসলিম

৩. চরিত্র গঠনে ভূমিকা রাখে;
বন্ধু ও সহপাঠীদের আচরণ মানুষের চরিত্রে প্রভাব ফেলে। উত্তম সঙ্গ মানুষকে উত্তম বানায়।
রাসূল ﷺ বলেছেন—

“মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের উপর থাকে।”
— সুনান আবূ দাউদ।

(৬)অহেতুক বিতর্ক পরিহার করা:

অতিরিক্ত তর্ক-বিতর্ক হৃদয় কঠিন করে দেয় এবং ইলমের বরকত নষ্ট করে।
ইমাম আওযাঈ বলেনঃ

“যখন আল্লাহ কোনো জাতির কল্যাণ চান না, তখন তাদেরকে অধিক বিতর্কে লিপ্ত করেন।”

ইসলাম শান্তি, ভ্রাতৃত্ব ও সুন্দর চরিত্রের ধর্ম। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক সুন্দর রাখার জন্য ইসলাম এমন সব কাজ থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছে, যা শত্রুতা, হিংসা ও বিভেদ সৃষ্টি করে। অহেতুক বিতর্ক, তর্ক-বিতর্কে জড়িয়ে পড়া, নিজের কথা জোর করে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা—এসব মানুষের অন্তরে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে এবং ইলম ও আমলের বরকত নষ্ট করে দেয়। বিশেষত একজন তালিবুল ইলমের জন্য অহেতুক বিতর্ক পরিহার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আদব।

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ

“তোমরা পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয়ো না; তাহলে তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমাদের শক্তি বিলীন হবে।”

— আল-কুরআন ৮:৪৬

এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, ঝগড়া ও অনর্থক বিতর্ক ব্যক্তি ও সমাজের শক্তি নষ্ট করে।

জাহিলদের সাথে বিতর্কে না জড়ানো:

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

“যখন মূর্খরা তাদের সম্বোধন করে, তারা বলে—‘সালাম’।”

— আল-কুরআন ২৫:৬৩

অর্থাৎ মুমিন ব্যক্তি অহেতুক বিতর্কে না জড়িয়ে শান্ত আচরণ করে।

হাদীসের আলোকে অহেতুক বিতর্কের ক্ষতি;

১. বিতর্ক পরিহারের প্রতিদান;

রাসূল ﷺ বলেছেন—

أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا

“আমি জান্নাতের প্রান্তে একটি ঘরের দায়িত্ব নিচ্ছি সেই ব্যক্তির জন্য, যে সত্যের উপর থাকা সত্ত্বেও বিতর্ক পরিহার করে।”
— সুনান আবূ দাউদ, হাদীস নং: ৪৮০০
যদি কেউ সত্যের উপরও থাকে, তবুও অহেতুক তর্কে না জড়ানো উত্তম চরিত্রের নিদর্শন।

২. হিদায়াতপ্রাপ্ত জাতি বিতর্কপ্রবণ হয় না;
রাসূল ﷺ বলেছেন—

مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أُوتُوا الْجَدَلَ

“কোনো জাতি হিদায়াত পাওয়ার পর পথভ্রষ্ট হয়নি, তবে তারা বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার কারণেই হয়েছে।”
— জামে আত-তিরমিযী, হাদীস নং: ৩২৫৩

৩. আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি;
রাসূল ﷺ বলেছেন—

إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الأَلَدُّ الْخَصِمُ

“আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি হলো কঠিন ঝগড়াটে ব্যক্তি।”
— সহীহ আল-বুখারী, হাদীস নং: ২৪৫৭

(৭)ইলমকে মুখস্থ ও সংরক্ষণ করা:

ইলম আল্লাহ তাআলার এক মহান নিয়ামত। এই ইলম অর্জন করা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি তা সংরক্ষণ ও মুখস্থ রাখাও অত্যন্ত জরুরি। কারণ সংরক্ষিত ইলমই মানুষকে উপকার দেয়, আমলে প্রভাব ফেলে এবং অন্যের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হয়। ইসলামের ইতিহাসে সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন ও সালাফে সালেহীন ইলম

সংরক্ষণের জন্য অসাধারণ মেহনত করেছেন। তারা মুখস্থ করা, লিখে রাখা, পুনরাবৃত্তি করা এবং আমলের মাধ্যমে ইলমকে সংরক্ষণ করতেন।

ইলম সংরক্ষণের গুরুত্ব:

১. ইলম হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পায়;
যদি ইলম মুখস্থ ও সংরক্ষণ না করা হয়, তাহলে তা ধীরে ধীরে ভুলে যাওয়া হয়। এজন্য ইসলাম ইলমকে সংরক্ষণের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে।
আল্লাহ তাআলা বলেন—

بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ

“বরং এটি সুস্পষ্ট নিদর্শন, যা তাদের অন্তরে সংরক্ষিত আছে, যাদেরকে ইলম দান করা হয়েছে।”
— আল-কুরআন ২৯:৪৯
এই আয়াত প্রমাণ করে যে, ইলম অন্তরে সংরক্ষণ করা আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত।

২. ইলম আমলের মাধ্যমে জীবন্ত থাকে;
যে ইলম মুখস্থ রাখা হয় এবং আমল করা হয়, সেটাই উপকারী ইলম।
রাসূল ﷺ দোআ করতেন—

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا

“হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট উপকারী ইলম প্রার্থনা করছি।”
— সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস নং: ৯২৫

সালাফগণ ইলম লিখে রাখতেন এবং নিয়মিত পুনরাবৃত্তি করতেন।
ইমাম যুহরী বলেনঃ

“ইলমকে লেখার মাধ্যমে বেঁধে রাখো।”

ইমাম শাফেয়ী رحمه الله
তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি বলেন—

شَكَوْتُ إِلَى وَكِيعٍ سُوءَ حِفْظِي
فَأَرْشَدَنِي إِلَى تَرْكِ الْمَعَاصِي

"আমি আমার স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার অভিযোগ ওয়াকী' রহ.-এর কাছে করলাম। তিনি আমাকে গুনাহ ত্যাগ করার উপদেশ দিলেন।"

ইলম অন্বেষণকারীর কিছু করণীয়:

*নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করা
*সহীহ আকীদা শেখা
*হাদীস অধ্যয়ন করা
*আলেমদের সোহবত গ্রহণ করা
*নোট লেখা ও পুনরাবৃত্তি করা
*রাত জেগে পড়াশোনা ও দোআ করা
*গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা
*সময়সূচি তৈরি করা ইত্যাদি।

ইলম অন্বেষণকারীর কিছু বর্জনীয় বিষয়:

*অহংকার করা
*লোক দেখানো
*সময় অপচয় করা
*আলেমদের অসম্মান করা
*গুনাহে লিপ্ত থাকা
*অকারণ বিতর্ক করা
*ইলম নিয়ে আমল না করা ইত্যাদি।

কুরআন সুন্নাহর আলোকে ইলম হাসিল

পবিত্র কুরআনের পুরোটাই ইলম। কুরআন শিক্ষা করা, শিক্ষা দেওয়া, কুরআনের তালিম দেয়া সবকিছুই ইলম চর্চার মধ্যে শামিল। কুরআনকে আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে যত জায়গায় বলা হয়েছে তার মধ্যে কুরআনের ইলম অর্জন করার বিষয়টি আবশ্যকীয়ভাবে অন্তর্ভুক্ত। কুরআনের ইলম অর্জনের গুরুত্ব কুরআনের মতই । কেননা আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা কুরআন নাজিল করেছেন, যাতে আমরা এর ইলম অর্জন করি এবং সেই অনুযায়ী আমল করি। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছেন,

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

“প্রেরণ করেছিলাম তাঁদেরকে নির্দেশনাবলী ও আবর্তীণ গ্রন্থসহ এবং আপনার কাছে আমি স্মরণিকা অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি লোকদের সামনে ঐসব বিষয় বিবৃত করেন।যে গুলো তাদের প্রতি নাজিল করা হয়েছে, যাতে তারা চিন্তা ভাবনা করে।”(সূরা আন নাহল, আয়াত ৪৪)।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

“তিনিই নিরক্ষরদের মধ্যে থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তার আয়াত সমূহ, তাঁদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। ইতিপূর্বে তাঁরা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।”(সূরা জুমআহ, আয়াত:২)।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী অধ্যয়ন করলে স্পষ্টভাবে বুঝে আসে তিনি ইলমকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয এবং বিরাট সওয়াবের কাজ হিসেবেই অবলম্বন করেছিলেন এবং এভাবে অবলম্বনের জন্যই উম্মতকে জোর তাগিদ করেছেন।ইলমের প্রতি এত উৎসাহ দিয়েছেন এবং এত অধিক ফযিলত বর্ননা

করেছেন যে, বৃদ্ধদের মাঝে ও ইলম তলবের অদম্য স্পৃহা জেগে উঠেছে।ইলমের প্রতি কোন এক সম্প্রদায়ের অনাগ্রহের কথা জানার পর তিনি ইরশাদ করেছেন,

عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
"مَا مِنْ قَوْمٍ يَكُونُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ مَنْ يَعْمَلُ بِالْمَعَاصِي، يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ فَلَا يُغَيِّرُونَ، إِلَّا عَمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْه"ُ
وفي رواية:
"مَا مِنْ قَوْمٍ لَا يُعَلِّمُونَ جَارَهُمْ وَلَا يُفَقِّهُونَهُ وَلَا يَأْمُرُونَهُ وَلَا يَنْهَوْنَهُ، إِلَّا عَمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَاب"ٍ

হযরত জারীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

“কোনো সম্প্রদায় এমন নয়, যাদের মাঝে কিছু লোক পাপ কাজ করে, আর তারা তা পরিবর্তন করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও পরিবর্তন করে না—অবশ্যই আল্লাহ তাদের সবাইকে শাস্তি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন।”
অন্য বর্ণনায় এসেছে—
“যে সম্প্রদায় তাদের প্রতিবেশীকে দ্বীন শিক্ষা দেয় না, তাকে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান দেয় না, ভালো কাজের আদেশ করে না এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে না—আল্লাহ অবশ্যই তাদের উপর সামষ্টিক শাস্তি নাযিল করেন।”(আল মুজামুল কাবীর - ইমাম তাবারানী,মুসনাদে আহমদ,সুনান আবু দাউদ;৪৩৩৮)।

ইলম হাসিলের উদ্দেশ্য:
১. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন;
ইলম কেবল দুনিয়াবি মর্যাদা বা বিতর্কের জন্য নয়; বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অর্জন করতে হবে।
রাসূল ﷺ বলেনঃ

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অর্জনীয় ইলম দুনিয়াবি স্বার্থের উদ্দেশ্যে শিক্ষা করে, সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না।"
— সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৩৬৬৪

ইলম অর্জনের আদব:
১. ইখলাস বা বিশুদ্ধ নিয়ত;
ইলম অর্জনের মূল ভিত্তি হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা।
২. আমল করা;
ইলমের উদ্দেশ্য কেবল মুখস্থ করা নয়; বরং তা অনুযায়ী আমল করা।
আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

"তোমরা যা কর না তা বলা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত ঘৃণিত।"
— সূরা আস-সফ : ৩
৩. ধৈর্য ও পরিশ্রম;
ইলম সহজে অর্জিত হয় না। সালাফে সালেহীনরা বহু কষ্ট সহ্য করে ইলম অর্জন করেছেন।
ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ বলেনঃ

"মানুষ মৃত্যু পর্যন্ত ইলমের মুখাপেক্ষী।"

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইলম অর্জন একটি মহান ইবাদত। এটি মানুষকে আল্লাহর নৈকট্য লাভ, সঠিক পথ অনুসরণ এবং জান্নাতের পথে পরিচালিত করে। তাই প্রত্যেক মুসলিমের উচিত বিশুদ্ধ নিয়ত নিয়ে কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক উপকারী ইলম অর্জন করা এবং তা অনুযায়ী আমল করা। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে উপকারী ইলম দান করুন এবং সেই ইলম অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দিন, আমীন।

শিক্ষার্থী হিসেবে করনীয় ও বর্জনীয় বিষয়সমূহ

একজন শিক্ষার্থী হিসেবে তালেবে ইলমের জন্য কোনগুলো করনীয় এবং কোনগুলো বর্জনীয় তা জানা একান্তই জরুরী তা না হলে ইলম থেকে মাহরাম হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। নিচে করনীয় ও বর্জনীয় বিষয়সমূহ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো,

করনীয় বিষয়: শিক্ষার্থী বা শিক্ষার্থীদের পরিবারের ইনকাম অবশ্যই হালাল হতে হবে। কোনভাবেই হারামের সংস্পর্শে আসা যাবে না। শিক্ষার্থীকে অধ্যয়নে মনোযোগী হতে হবে এবং রুটিন মাফিক চলতে হবে শিক্ষকদেরকে সম্মান করবে এবং তাদের সাথে আদব কায়দা বজায় রাখবে।জামা, কাপড়, পড়ার টেবিল এবং নিজে, পরিবেশ পরিষ্কার রাখতে হবে। কোন ছাত্রের স্মৃতি হ্রাস পেলে তার জন্য অতীব জরুরি বিষয় হলো স্বীয় মন্দ কৃতকর্মের জন্য আল্লাহর নিকট তওবা করা।
শিক্ষার্থীরা শিক্ষককে জিজ্ঞেস করবে যা সে বুঝতে পারবে না। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ ۚ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"আপনার পুর্বে ও আমি প্রত্যাদেশসহ মানবকেই তাদের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম।অতএব জ্ঞানীদের জিঙ্গাসা কর, যদি তোমাদের জানা না থাকে।"(সূরা আন নাহল, আয়াত ৪৩)।

অনুরূপভাবে সূরা আম্বিয়াতে ও আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ ۖ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"আপনার পূর্বে আমি মানুষ প্রেরণ করেছি, যাদের কাছে আমি ওহী পাঠাতাম।অতএব তোমরা যদি না জানো তবে যারা স্মরণ রাখে তাদেরকে জিজ্ঞেস কর।"(সূরা আম্বিয়া, আয়াত:৭)।

বর্জনীয় বিষয়সমূহ: শিক্ষকের অবাধ্য হওয়া, তাদের সামনে উচ্চস্বরে কথা বলা ও রূঢ় আচরণ করা, বড়দের অসম্মান, ছোটদের সাথে খারাপ ব্যবহার, সহপাঠীদের কষ্ট দেয়া, চুরি -ডাকাতি-টেন্ডারবাজী ইত্যাদি যাবতীয় অন্যায় কাজ বর্জন করতে হবে।অপচয় ও অপব্যয় থেকে বিরত থাকতে হবে, সেটা হোক সময় বা টাকা পয়সা। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا
إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

"আত্মীয় স্বজনদের তার হক দান কর এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না। নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। শয়তান স্বীয় পালনকর্তার প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।"(সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত:২৬-২৭)।

অসৎ সঙ্গ ত্যাগ এবং সৎ সঙ্গ গ্রহণ করতে হবে, যাতে দুনিয়াতে মঙ্গল এবং আখেরাতে আরশের ছায়ায় আশ্রয় পাওয়া যায়।

একজন শিক্ষার্থী শুধু নিজের জন্য জ্ঞান অর্জন করে না; বরং সমাজ, জাতি ও উম্মাহর কল্যাণের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে। তাই একজন শিক্ষার্থীর কিছু করণীয় ও বর্জনীয় বিষয় রয়েছে, যা তার চরিত্র, ইলম ও আমলকে সুন্দর ও পরিপূর্ণ করে তোলে। কুরআন, হাদীস ও সালাফে সালেহীনের জীবন থেকে আমরা এসব আদব ও নীতিমালা জানতে পারি। একজন শিক্ষার্থীর যা করা উচিত:

১. ইখলাস বা বিশুদ্ধ নিয়ত রাখা;
শিক্ষার্থীর প্রথম কর্তব্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইলম অর্জন করা।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"সমস্ত আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।"
— সহীহ আল বুখারী, হাদীস : ১

— সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৯০৭
যে ব্যক্তি দুনিয়াবি উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করে, সে প্রকৃত বরকত থেকে বঞ্চিত হয়।

২. নিয়মিত পড়াশোনা ও অধ্যবসায়:
ইলম অর্জনে ধৈর্য ও পরিশ্রম অপরিহার্য।
আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

“মানুষ তাই পায়, যার জন্য সে চেষ্টা করে।”
— সূরা আন-নাজম : ৩৯
সালাফগণ রাত জেগে, দূর দেশ ভ্রমণ করে ইলম অর্জন করেছেন।

৩. শিক্ষককে সম্মান করা;
শিক্ষকের সম্মান ইলমের বরকতের অন্যতম কারণ।
হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ

أَنَا عَبْدُ مَنْ عَلَّمَنِي حَرْفًا وَاحِدًا

“যে আমাকে একটি অক্ষরও শিক্ষা দিয়েছে, আমি তার গোলাম।”
— ইমাম গাযালী, ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন।

৪. উত্তম চরিত্র গঠন করা;
শিক্ষার্থীর আচরণ সুন্দর হওয়া আবশ্যক।
রাসূল ﷺ বলেনঃ

إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا

“তোমাদের মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় এবং কিয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে তারা, যাদের চরিত্র উত্তম।”

— জামি আত তিরমিযী, হাদীস : ২০১৮

৫. সময়ের মূল্য দেওয়া;
সময় শিক্ষার্থীর সবচেয়ে বড় সম্পদ।
ইমাম হাসান আল-বান্না রহিমাহুল্লাহ বলেনঃ

“সময়ই জীবন; সময় নষ্ট করা মানে জীবন নষ্ট করা।”
আল্লাহ তাআলা সময়ের গুরুত্ব বোঝাতে সূরা আল-আসর নাযিল করেছেন।

৬. আমল অনুযায়ী ইলম অর্জন করা;
ইলম শুধু মুখস্থ করার জন্য নয়; বরং আমল করার জন্য।
আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُون

“তোমরা যা কর না তা বলা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত ঘৃণিত।”
— সূরা আস-সফ : ৩।

৭. সহপাঠীদের সাথে উত্তম আচরণ;
হিংসা, অহংকার ও ঝগড়া পরিহার করে সহপাঠীদের সহযোগিতা করতে হবে।
রাসূল ﷺ বলেনঃ

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

“তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা ভালোবাসে, তার ভাইয়ের জন্যও তা ভালোবাসে।”
— সহীহ আল বুখারী, হাদীস : ১৩
— সহীহ মুসলিম, হাদীস : ৪৫

শিক্ষার্থী হিসেবে যা অবশ্যই বর্জন করা উচিত:

১. অহংকার করা;

অহংকার ইলমের সবচেয়ে বড় শত্রু।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ

“নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারীদের পছন্দ করেন না।”

— সূরা আন-নাহল : ২৩

২. অহেতুক বিতর্কে জড়ানো;

জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য সত্য জানা; বিতর্কে জয়ী হওয়া নয়।

রাসূল ﷺ বলেনঃ

مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أُوتُوا الْجَدَلَ

“কোন জাতি হিদায়াত পাওয়ার পর পথভ্রষ্ট হয়নি, কিন্তু তারা বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে।”

— জামি আত তিরমিযী, হাদীস : ৩২৫৩

৩. সময় নষ্ট করা;

অতিরিক্ত খেলাধুলা, অপ্রয়োজনীয় আড্ডা ও অলসতা শিক্ষার্থীর ক্ষতির কারণ।

রাসূল ﷺ বলেনঃ

نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

“দুটি নিয়ামতের ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত— সুস্থতা ও অবসর সময়।”

—সহীহ আল বুখারী, হাদীস : ৬৪১২

৪. খারাপ সঙ্গ গ্রহণ করা;

খারাপ বন্ধু চরিত্র ও পড়াশোনাকে ধ্বংস করে দেয়।

রাসূল ﷺ বলেনঃ

الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ

“মানুষ তার বন্ধুর আদর্শের উপর চলে।”
— সুনান আবু দাউদ, হাদীস : ৪৮৩৩
৫. আমলহীন ইলম;
যে ইলম মানুষের আমলে আসে না, তা উপকারে আসে না।
রাসূল ﷺ দোআ করতেনঃ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ

“হে আল্লাহ! আমি এমন ইলম থেকে আশ্রয় চাই, যা উপকারে আসে না।”
— সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২৭২২
৬. গুনাহে লিপ্ত হওয়া;
গুনাহ ইলমের নূরকে নিভিয়ে দেয়।
ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহ বলেনঃ

شَكَوْتُ إِلَى وَكِيعٍ سُوءَ حِفْظِي
فَأَرْشَدَنِي إِلَى تَرْكِ الْمَعَاصِ

“আমি আমার স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার অভিযোগ শিক্ষক ওয়াকী‘র কাছে করলাম; তিনি আমাকে গুনাহ পরিত্যাগের উপদেশ দিলেন।”

রবের কাছে ইলম অর্জনকারীর মর্যাদা

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার কাছে ইলম অর্জনকারীর মর্যাদা অনেক বেশি। আল্লাহ তায়ালা সূরা মুজাদালাহে বলেছে,"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছো এবং আল্লাহ যাদেরকে জ্ঞান দান করেছে, তাঁদেরকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করবেন।"সুবহানাল্লাহ!ইলম অর্জনকারী ব্যক্তির জন্য এর চেয়ে উত্তম সুসংবাদ আর কিইবা হতে পারে!

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে,

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلَانِ: أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالْآخَرُ عَالِمٌ،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
"فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ"
ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
"إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا، وَحَتَّى الْحُوتَ، لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ

আবু উমামা আল-বাহিলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে দুজন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হলো—একজন ইবাদতকারী (আবেদ), অপরজন আলেম।

তখন তিনি বললেন:
"আলেমের মর্যাদা আবেদের উপর, যেমন আমার মর্যাদা তোমাদের সাধারণ মানুষের উপর।"
এরপর তিনি বলেন:
"নিশ্চয়ই আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, আসমান ও জমিনের অধিবাসীরা—এমনকি গর্তে থাকা পিঁপড়াও এবং মাছ পর্যন্ত মানুষের মধ্যে কল্যাণ শিক্ষা দানকারীর জন্য দোয়া করে (রহমত প্রেরণ করে)।"
(সুনান আত-তিরমিযী, হাদীস নং: 2685

ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেছেন: হাসান সহীহ (حسن صحيح))

আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَت:ْ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُول:ُ
"إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ: مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلْتُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُه"ُ

আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি:

“নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার নিকট অহী করেছেন যে, যে ব্যক্তি ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে কোনো পথে চলে, আমি তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দিই। আর যার আমল তাকে পিছিয়ে দেয়, তার বংশ মর্যাদা তাকে এগিয়ে নিতে পারে না।”
(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: 2699 (অংশবিশেষ)
সুনান ইবনে মাজাহ, হাদীস নং: 223
আরও অনুরূপ বর্ণনা: সুনান আত-তিরমিযী)।

অন্য হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال:َ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُول:ُ
"مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ، وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِر"ٍ

আবু দারদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি:

"যে ব্যক্তি ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে কোনো পথে চলে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। নিশ্চয়ই ফেরেশতাগণ ইলম অন্বেষণকারীর সন্তুষ্টির জন্য তাদের ডানা বিছিয়ে দেন। আসমান ও জমিনে যারা আছে তারা আলেমের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে—এমনকি পানির মাছও।

একজন আলেমের মর্যাদা একজন ইবাদতকারীর উপর এমন, যেমন চাঁদের মর্যাদা অন্যান্য নক্ষত্রের উপর। নিশ্চয়ই আলেমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী। নবীগণ দিরহাম-দিনার রেখে যাননি; তারা রেখে গেছেন ইলম। সুতরাং যে তা গ্রহণ করল, সে বিরাট অংশ লাভ করল।"

(সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং: 3641
সুনান আত-তিরমিযী, হাদীস নং: 2682
সুনান ইবনে মাজাহ, হাদীস নং: 223
ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেছেন: হাসান সহীহ)।

বড়দের দ্বীনি শিক্ষা

আমরা এমন অনেক মানুষকে পাবো, যাদের জীবনের দীর্ঘ একটা সময় জাগতিক জ্ঞান অর্জন, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরি ইত্যাদিতে কেটে যায়। পরিবেশ -পারিপার্শ্বিকতার দরুন দ্বীনের মৌলিক জ্ঞানটুকু ও অর্জন করার সুযোগ হয়ে উঠেনা। তাদের জীবনের দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়ার পর নিজের মাঝে নতুন উপলব্ধি আসে, অতীত জীবনে দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করার জন্য অনুশোচনা হয়।এই উপলব্ধি , আক্ষেপ, অনুশোচনা একটি ইতিবাচক দিক, যা ব্যক্তিকে নিজের জীবন নতুনভাবে গড়ায় এবং আলোকিত পথের পথিক হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে।

বেশি বয়স্ক বা বৃদ্ধ হয়ে যাওয়া আসলে দ্বীনি শিক্ষা অর্জনে প্রতিবন্ধকতা নয়। সাহাবায়ে কেরাম হলেন সর্বপ্রথম ইলমে অহী শিক্ষা গ্রহণকারী।নবুয়তের পাঠশালার সর্বপ্রথম ছাত্র তারা। তাদের অধিকাংশই বয়স অনেক হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং দ্বীন শিখেছেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর এ উম্মতের সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী হলেন আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু,অথচ তিনি যখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংস্পর্শে ইলম শেখা শুরু করে তখন তার বয়স ছিল ৪০ বছর। এমনিভাবে ওমর রাদিআল্লাহু আনহু, আবু যর রাদিআল্লাহু আনহু,আবু দারদা রা: প্রমুখ উম্মতের সবচেয়ে জ্ঞানী ও মহামান্যগণ ইলম শিখেছেন বয়স অনেক হয়ে যাওয়ার পর।

বড়দের দ্বীনি শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম হতে পারেন আমাদের প্রেরণার উৎস।একজন প্রসিদ্ধ তাবেয়ী আলেমের উক্তি—আবু আমর ইবনুল ‘আলা (রহ.)-এর। তিনি ছিলেন কুরআনের কিরাআত ও আরবি ভাষার বড় ইমামদের একজন।

قِيلَ لِأَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ:
أَيَحْسُنُ بِالشَّيْخِ تَعَلُّمُ الْعِلْمِ؟
فَقَالَ:
إِنْ كَانَتِ الْحَيَاةُ تَحْسُنُ بِهِ، فَالْعِلْمُ أَحْسَنُ

আবু আমর ইবনুল ‘আলা (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো:

“বৃদ্ধ বয়সে ইলম শিক্ষা করা কি ভালো?”
তিনি উত্তরে বললেন:
“যদি তার জন্য বেঁচে থাকাটাই ভালো হয়, তবে ইলম অর্জন তো আরও উত্তম।”

(জামি‘ বায়ানিল ‘ইলম ওয়া ফাদলিহি – ইমাম ইবনু আবদিল বার (রহ.)
আল-ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ – আল-খতীব আল-বাগদাদী (রহ.))।

সাঈদ ইবনে জুবাইর (রহ.) বলেছেন,

قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ:
لَا يَزَالُ الرَّجُلُ عَالِمًا مَا تَعَلَّمَ، فَإِذَا تَرَكَ التَّعَلُّمَ وَظَنَّ أَنَّهُ قَدِ اسْتَغْنَى فَهُوَ أَجْهَلُ مَا يَكُونُ

“মানুষ ততক্ষণ আলেম থাকে যতক্ষণ সে শিখতে থাকে। আর যখন সে শেখা ছেড়ে দেয় এবং মনে করে সে আর কারো মুখাপেক্ষী নয়—তখনই সে সবচেয়ে অজ্ঞ হয়ে যায়।”

হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন,

قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه:
قِيمَةُ كُلِّ امْرِئٍ مَا يُحْسِنُ

“প্রত্যেক মানুষের মূল্য তার যোগ্যতা (ইলম ও দক্ষতা)-এর উপর নির্ভর করে।”
(রেফারেন্স:

نهج البلاغة
جامع بيان العلم)

বয়স বেশি হওয়া আমাদের জন্য ইলম অন্বেষণে প্রতিবন্ধক না হোক। সর্বাবস্থায় ইলম এবং আমলের মাঝেই আমাদের সময়গুলো কাটুক।

ইলম শিক্ষার সঠিক পদ্ধতি

কেউ ইলম শিক্ষা করার ইচ্ছা করলে স্বাভাবিকভাবে দুই প্রকারের উপায় সামনে আসে।(১)কারো লেখা পাঠ করা।(২)কারো কাছে গিয়ে সরাসরি তার থেকে শেখা।এই দুই পদ্ধতিরই কিছু উসূল বা নিয়মনীতি ও আদব রয়েছে।প্রথম পদ্ধতির সবচেয়ে বড় উসূল হচ্ছে সেটা কার লেখা তা যাচাই করা। অর্থ্যাৎ আমার শিক্ষাটা যেন হয় হকপন্থী কারো বই থেকে। হকপন্থীদের বই চেনার উপায় হচ্ছে নিজের জানা শোনা হকপন্থী কোন আলেমের কাছ থেকে জিগ্গেস করে নেওয়া।

অপর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, কোন আলেমের কাছে না গিয়ে শুধু বই পত্র থেকে কিছু ইসলামী জ্ঞান শিখে নেওয়া যথেষ্ট নয়। যদিও বইটি কোন হকপন্থী আলেমের হয়। কারণ শুধু বই থেকে শিখলে আমার ভূল বুঝা বা উল্টো বুঝার সম্ভাবনা রয়েছে। অথবা আমি যা শিখছি তার বাস্তবিক প্রয়োগ কেমন হবে তা আমার কাছে অস্পষ্ট থেকে যেতে পারে। কিংবা আমার জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে ইসলামের কোন বিষয় নিয়ে হঠাৎ আমার দিলে খটকা লাগতে পারে, যা হতে পারে আমার ক্ষতির কারণ।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস খতীব বাগদাদী (রহ.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে ইলম অর্জনের পদ্ধতি সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি নসীহত করেছেন।

قال الخطيب البغدادي رحمه الله:
"لا يُؤْخَذُ الْعِلْمُ مِنَ الصُّحُفِ، وَلَا مِنَ الْكُتُبِ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَفْوَاهِ الرِّجَال".

খতীব বাগদাদী (রহ.) বলেন:

“ইলম পত্র-পত্রিকা (লিখিত কাগজ) বা শুধু বই-পুস্তক থেকে গ্রহণ করা যায় না; বরং তা গ্রহণ করতে হয় আলেমদের মুখ (জবান) থেকে।”

রেফারেন্স

الخطيب البغدادي، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع

(১/২১৬) বা কাছাকাছি স্থানে বর্ণিত।

আরো কয়েকজন বিখ্যাত তাবেয়ীদের বক্তব্য তুলে ধরা হলো;

عبد الله بن المبارك (রহ.) বলেছেন,

"الإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ، وَلَوْلَا الإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ".

"সনদ (ইসনাদ) দ্বীনের অংশ। যদি সনদ না থাকত, তাহলে যে যা ইচ্ছা তাই বলে দিত।"

রেফারেন্স
Sahih Muslim, مقدمة (৩২)

أيوب السختياني (রহ.) বলেন,

"إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ لَحْمٌ، فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَه".

"এই ইলম যেন মাংসের মতো (অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়), সুতরাং তোমরা লক্ষ্য করো কার কাছ থেকে তা গ্রহণ করছ।

রেফারেন্স:

الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية (ص১২১)

مالك بن أنس (রহ.) বলেছেন,

قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله:
"لَا يُؤْخَذُ الْعِلْمُ عَنْ أَرْبَعَةٍ:

سَفِيهٍ يُعْلِنُ السَّفَهَ وَإِنْ كَانَ أَرْوَى النَّاس،ِ
وَصَاحِبِ هَوًى يَدْعُو إِلَى هَوَاه،ُ
وَرَجُلٍ مَعْرُوفٍ بِالْكَذِبِ فِي أَحَادِيثِ النَّاسِ وَإِنْ لَمْ يُتَّهَمْ بِالْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ،
وَرَجُلٍ لَهُ فَضْلٌ وَصَلَاحٌ لَا يَعْرِفُ مَا يُحَدِّثُ".ُ

ইমাম মালিক (রহ.) বলেন:

“চার শ্রেণীর লোক থেকে ইলম গ্রহণ করা যাবে না—

১. এমন নির্বোধ ব্যক্তি, যে নিজের নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ করে, যদিও সে অধিক বর্ণনাকারী (হাদীস জানে) হয়।

২. এমন ব্যক্তি, যে প্রবৃত্তির অনুসারী এবং মানুষকে তার প্রবৃত্তির দিকে আহ্বান করে।

৩. এমন ব্যক্তি, যে মানুষের কথাবার্তায় মিথ্যার জন্য পরিচিত, যদিও সে রাসূল ﷺ-এর উপর মিথ্যা আরোপকারী হিসেবে অভিযুক্ত না হয়।

৪. এমন ব্যক্তি, যার ফযীলত ও নেকী আছে, কিন্তু সে যা বর্ণনা করে তা সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না।”

রেফারেন্স:

সহীহ মুসলিম, مقدمة (ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ-এর ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন)
الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية
ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله

অফলাইনে পড়াশোনা নাকি অনলাইনে?

প্রযুক্তির উৎকর্ষের মধ্যে দিয়ে মানুষের পড়াশুনার গতি -প্রকৃতিতে নানাবিধ পরিবর্তন এসে হানা দিয়েছে।এটি একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। বহুকাল ধরেই সময়ের স্রোত বেয়ে শিক্ষার মতিগতিতে সবসময়ই কিছু না কিছু পরিবর্তন এসেছে। কিছু সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জন হয়েছে।বিগত দশকের শেষ ভাগে করোনা আগমনের মধ্য দিয়ে পুরো পৃথিবীতে অনলাইন শিক্ষা বেশ পরিচিত ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তবে অফলাইনে পড়াশোনা অনলাইনে থেকে উত্তম। কেননা সাধারণ অবস্থায় সরাসরি উস্তাযের কাছে পড়াশোনা সবসময়ই অগ্রগণ্য ও শ্রেষ্ঠ।এটি একটি দিবালোকের ন্যায় বাস্তবতা, যা অস্বীকারের বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই। সরাসরি কারো কাছে পড়লে কলবে এর যে প্রভাব পড়ে থাকে,তা অনলাইনে ওই মাত্রায় হয়না। সেজন্য অফলাইনে পড়ার পর্যাপ্ত সুযোগ থাকলে অফলাইনেই সরাসরি পড়া উচিৎ। তবে যাদের সেই সুযোগ নেই তাঁরা অনলাইনে পড়ার সুযোগটা গ্রহণ করতে পারে।

অনলাইনে পড়াশোনার দুটি ধরন আছে। প্রথম হলো নিজের মতো যা খুশি ও যেভাবে খুশি সেভাবে অধ্যয়ন করা। বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত টিউটোরিয়াল দেখে নিজের মতো কিছু শেখা বা বুঝে নেওয়া।ইলম চর্চার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ঝুঁকিপূর্ণ।

দ্বিতীয় হলো কোন যোগ্য উস্তাযের তত্ত্বাবধানে থেকে তার দিকনির্দেশনা মেনে পড়াশোনা করা।এই পদ্ধতি প্রথম ধরনের মতো ঝুঁকিপূর্ণ নয়।এর মান ও খারাপ নয়। বরং এভাবে মনোযোগ দিয়ে পড়লে একজন ছাত্র অফলাইনে সরাসরি যারা পড়ছে, তাদের অনেকের থেকে ও ক্ষেত্রবিশেষে ভালো যোগ্যতাসম্পন্ন হয়।

অনলাইনে দারসের সাথে অফলাইনের মাদ্রাসাগুলোর কিছু চিত্রের সাথে মিলে যায়। যেমন, কিছু মাদ্রাসায় ছেলেদের সামনে উস্তায সরাসরি বসে পড়ান আর মেয়েদের শুধু স্পিকার সেট করা থাকে। তারা শুনে শুনে সবক ধরে। অনেক মহিলা মাদ্রাসায় উস্তাযের বসার জায়গা আর মেয়েদের দরসগাহ থাকে আলাদা। স্পিকারের মাধ্যমে তার আওয়াজটুকু শুধু তাদের কানে পৌঁছে এবং এভাবেই তারা সবক ধরে।কেউ কাউকে দেখে না।

অনলাইন বা অফলাইন যেখানেই পড়া হোক না কেন,উস্তায নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু অনলাইনের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব তূলনা মুলক বেশি। কেননা অনলাইনে উস্তায সরাসরি সামনে থাকেন না।ফলে এক্ষেত্রে ধোঁকা খাওয়ার আশংকা অনেক বেশি থাকে।সালাফে সালেহীন থেকে একটি উপদেশ পাওয়া যায়,এই ইলম দ্বীনের অংশ। সুতরাং কার থেকে ইলম নিচ্ছেন তা খেয়াল করা উচিত।তার বিষয়ে ভালো করে খোঁজ নেয়া, তিনি কোথায় পড়াশোনা করেছেন,কাদের কাছে পড়েছেন তা জেনে নেয়া।

সাহাবীরা রাসূল ﷺ-এর কাছে বসে শিক্ষা নিতেন, প্রশ্ন করতেন, আমল শিখতেন। এটি ছিল “সোহবতভিত্তিক শিক্ষা”, যা চরিত্র গঠনে অত্যন্ত কার্যকর।অফলাইন শিক্ষার ইসলামী উপকারিতা:

(১)আদব ও আখলাক শেখা সহজ।
(২)শিক্ষকের তত্ত্বাবধান থাকে।
(৩)ভুল সংশোধন দ্রুত হয়।
(৪)ইলমের সাথে আমল যুক্ত হয় ইত্যাদি।

অনলাইন শিক্ষার স্থান:ইসলামে
যদিও প্রাচীন যুগে অনলাইন শিক্ষা ছিল না, কিন্তু ইসলামের মূলনীতি অনুযায়ী যে কোনো বৈধ মাধ্যম ব্যবহার করে ইলম অর্জন করা যায়।
অনলাইন শিক্ষার ইসলামী সুবিধা:

(১)দূরবর্তী আলেমদের থেকে ইলম অর্জন করা যায়।
(২)নারীদের জন্য নিরাপদ শিক্ষার সুযোগ।
(৩)সময় ও পরিবেশ অনুযায়ী শেখা সহজ।
(৪)দাওয়াহ ও ইলম দ্রুত ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব।

অনলাইন শিক্ষার ইসলামী সীমাবদ্ধতা:

ইসলাম শুধু ইলম নয়, ইলমের সাথে তাকওয়া ও চরিত্রকেও গুরুত্ব দেয়।
অনলাইনে শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক ধরনের সমস্যা দেখা দেয়, যেমন;
(১)মনোযোগের অভাব।
(২)গায়রে মাহরাম বা অনৈতিক কনটেন্টের ঝুঁকি
(৩)ভুয়া বা অযোগ্য শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়া।
(৪)আমল ও আখলাক শেখার ঘাটতি।
তাই অনলাইন শিক্ষা গ্রহণে সতর্কতা জরুরি।

ইলমের ধারক বাহকগণকে সম্মান করা

কারো সম্মান বা মর্যাদার ঘোষণা যদি স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিয়ে থাকেন তবে তার দ্বারা বিদ্বেষ পোষণ করা মুনাফেকির আলামত।আলেম ও তালেবে ইলমের মর্যাদা দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সুতরাং তাদের মর্যাদাকে আর কেউ ছোট করতে পারে না। তাদের মর্যাদাকে যারা ছোট করবে তারা নিজেরাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা:) কাছে ছোট হয়ে যাবে। সমস্ত গোমরাহ,ফেরকা ও বাতিল পন্থীরা উলামা বিদ্বেষের ক্ষেত্রে একজোট।

কারন গোমরাহ ও বাতিলের বিরুদ্ধে আলেমরাই সর্বপ্রথম সোচ্চার হন। এজন্য বাতিল ও গোমরাহী চেনার একটি উপায় এ-ও যে, তারা হবে উলামা বিদ্বেষী। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেন,

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:
"كُونُوا عُلَمَاءَ، أَوْ مُتَعَلِّمِينَ، أَوْ مُسْتَمِعِينَ، أَوْ مُحِبِّينَ، وَلَا تَكُونُوا الْخَامِسَ فَتَهْلِكُوا".

হযরত ইবন মাসউদ (রাঃ) বলেন:
“তোমরা আলেম হও, অথবা শিক্ষার্থী হও, অথবা মনোযোগ দিয়ে শ্রোতা হও, অথবা (আলেমদের) ভালোবাসাকারী হও; আর পঞ্চম ব্যক্তি হয়ো না—তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে।”

রেফারেন্স

ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله(১/১৩৪)
الدارمي، سنن الدارمي، مقدمة
الخطيب البغدادي، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

“নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম এবং যাদের প্রতি কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসার পর ও ওরা মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে, শুধুমাত্র পরস্পর বিদ্বেষবশত, যারা আল্লাহর নির্দেশ সমূহের প্রতি কুফরী করে তাদের জানা উচিত যে, নিশ্চিতরূপে আল্লাহ হিসাব গ্রহনে অত্যন্ত দ্রুত।”(সূরা আল ইমরান, আয়াত ১৯)।

এক হাদীসে এসেছে,

قال رسول الله ﷺ:
"إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ،
وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ،
حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا،
اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا،
فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ،
فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا".

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ইলমকে এভাবে উঠিয়ে নেবেন না যে, তা মানুষের অন্তর থেকে ছিনিয়ে নেবেন;
বরং তিনি আলেমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নেবেন।
এমনকি যখন কোনো আলেম অবশিষ্ট থাকবে না,
তখন মানুষ অজ্ঞ লোকদেরকে নেতা বানাবে।
তাদের কাছে প্রশ্ন করা হবে, তারা না জেনে ফতোয়া দেবে।
ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরও পথভ্রষ্ট করবে।”

রেফারেন্স:
সহীহ আল বুখারী, হাদীস নং ১০০।
সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬৭৩।

নারীদের ইলম অর্জন করা

ইসলাম নারী শিক্ষার বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে।এ বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর বহু স্থানে উল্লেখ হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা ইরশাদ করেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"মুমিনগণ তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা কর,যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়,কঠোরস্বভাব ফেরেশতাগণ, তাঁরা আল্লাহ তায়ালা যা আদেশ করেন,তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়,তাই করে।"(সূরা আত তাহরীম, আয়াত:৬)।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ পরিবারবর্গকে (মা -বাবা, সন্তান ইত্যাদি)কেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর কথা বলেছেন।আর বন্দেগীর জন্য ইলমের শিক্ষা অপরিহার্য।

এক হাদীসে এসেছে,

عَنْ الشِّفَاءِ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَت:
دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا عِنْدَ حَفْصَةَ، فَقَالَ لِي:
«أَلَا تُعَلِّمِينَ هَذِهِ رُقْيَةَ النَّمْلَةِ، كَمَا عَلَّمْتِهَا الْكِتَابَةَ؟»

শিফা বিনতে আবদুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন—
রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে আসলেন, তখন আমি হাফসা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর কাছে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন—
"তুমি যেমন তাকে লিখনশিক্ষা (লিপিবিদ্যা) শিখিয়েছ, তেমনিভাবে তাকে 'নামলা' (এক ধরনের চর্মরোগ/ফোড়া)-এর চিকিৎসার দোয়াও কেন শিখিয়ে দিচ্ছ না?"

রেফারেন্স:

সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং: 3887
মুসনাদ আহমাদ: 6/372
আল-হাকিম, আল-মুস্তাদরাক: 4/63 (সহীহ বলেছেন)

“النملة (নামলা)” বলতে এক ধরনের চর্মরোগ বা ফোড়া বোঝানো হয়েছে।
“رقية” অর্থ দোয়া বা ঝাড়ফুঁক (শরীয়তসম্মত চিকিৎসা পদ্ধতি)।

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়—
নারীদের শিক্ষা (লেখাপড়া) উৎসাহিত করা হয়েছে।
উপকারী চিকিৎসা ও দোয়া শিক্ষা দেওয়াও গুরুত্বপূর্ণ।

নারী হলো শিশুর প্রথম বিদ্যালয়। বাচ্চা শৈশবের পুরো সময়টাই মায়ের সাথে কাটায়। এসময় মায়ের থেকে দেখে সে যা শিখে তা তার কচিমনে পাথরের উপর খোদাই করা লিপির ন্যায় বদ্ধমূল হয়ে যায়। প্রত্যেক শিশুর শিক্ষার সূচনা তাই হয়,যা সে তার মায়ের কাছ থেকে শিখে। অতএব মা যদি নিজে শিক্ষিত না হন, ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ করার জন্য জ্ঞান না থাকে, তখন উপযোগী ও কাঙ্ক্ষিত তারবিয়াত না পাওয়ার যে শূন্যতা বাচ্চার জীবনে সৃষ্টি হয় তা অদূরনীয়।কাজই মায়ের শিক্ষিত হওয়াটা অত্যন্ত জরুরি, যেন সন্তানের সুষ্ঠুভাবে বেড়ে উঠতে তার অবদান প্রকাশিত হয় এবং সন্তান সুনাগরিক হয়ে দেশ ও কল্যাণে আত্মনিয়োগ করে।

মহিলা সাহাবাদের ইলম অন্বেষণের যে অফুরন্ত জযবা ছিল তা পরিস্কার হয় নিচের বর্ননাটির মাধ্যমে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:
قَالَتِ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ ﷺ:
غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ.
فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا، لَقِيَهُنَّ فِيهِ، فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ،
فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ:
«مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهَا إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ»

فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: وَاثْنَيْنِ؟ِ
قَالَ: «وَاثْنَيْنِ«ِ

আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—
নারীরা নবী ﷺ-এর কাছে বললেন—
"পুরুষরা আপনার কাছ থেকে (ইলম গ্রহণে) আমাদেরকে ছাপিয়ে গেছে। তাই আপনি আমাদের জন্য আলাদা একটি দিন নির্ধারণ করুন।"

তখন নবী ﷺ তাদের জন্য একটি দিন নির্ধারণ করলেন। সে দিনে তিনি তাদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন, তাদেরকে উপদেশ দিলেন এবং বিভিন্ন নির্দেশনা দিলেন। তিনি তাদেরকে যে কথা বলেছিলেন তার মধ্যে ছিল—

"তোমাদের মধ্যে এমন কোনো নারী নেই, যার তিনটি সন্তান (মৃত্যুর মাধ্যমে) আগে চলে যায়, আর তা তার জন্য জাহান্নাম থেকে আড়াল (ঢাল) হবে না।"
তখন এক নারী জিজ্ঞেস করল— "দুটি সন্তান হলেও কি?"
তিনি বললেন— "দুটি হলেও।"

রেফারেন্স:
সহীহ আল-বুখারী, হাদীস নং: 101
সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: 2633

এই হাদীস থেকে বুঝা যায়,
নারীদের ইলম অর্জনের অধিকার ও গুরুত্ব অত্যন্ত স্পষ্ট।
শিক্ষক/দাঈদের উচিত নারীদের জন্য আলাদা শিক্ষা ব্যবস্থা রাখা।
সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্য ধারণ করলে মহান প্রতিদান রয়েছে।

অপর এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,

عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قَال:َ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
»ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ: ... وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ«

আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—
“তিন ব্যক্তির জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে... (তাদের মধ্যে একজন হলো) এমন ব্যক্তি, যার একটি দাসী ছিল; সে তাকে উত্তমভাবে শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছে এবং উত্তমভাবে শিক্ষা দিয়েছে, তারপর তাকে মুক্ত করে বিয়ে করেছে—তার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব।

রেফারেন্স:
সহীহ আল-বুখারী, হাদীস নং: 97
সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: 154

হাদীস থেকে নারী শিক্ষার গুরুত্ব এভাবে বুঝে আসে যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাদীকে শিক্ষা দিয়ে তাকে আযাদ করে স্ত্রী বানিয়ে নেয়াতে দুটো প্রতিদানের ঘোষণা দেন।(১) তাকে শিক্ষা দেয়াতে।(২) তাকে আযাদ করে স্ব-স্ত্রীতে বরণ করাতে।

নারী সাহাবিয়ারা ইলম অর্জন ও তা প্রচারের ক্ষেত্রে অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তারা শুধু শিখেননি, বরং শিক্ষা দিয়েছেন, ফতোয়া দিয়েছেন, চিকিৎসা করেছেন, প্রশাসনিক কাজেও অংশ নিয়েছেন। নিচে প্রসিদ্ধ নারী সাহাবিয়ার বাস্তব উদাহরণ রেফারেন্সসহ তুলে ধরা হলো—

আয়েশা বিনতে আবু বকর(রাদিয়াল্লাহু আনহা)।
ইলমে তার মর্যাদা:

তিনি ছিলেন উম্মাহর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিমা
প্রায় ২২১০টির বেশি হাদীস বর্ণনা করেছেন

সাহাবায়ে কেরাম তার কাছে ফিকহ ও হাদীস শিখতে আসতেন।

قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه:
»مَا أَشْكَلَ عَلَيْنَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ حَدِيثٌ قَطُّ، فَسَأَلْنَا عَائِشَةَ إِلَّا وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا«

আবু মূসা আশ‘আরী (রাঃ) বলেন—
“রাসূল ﷺ-এর সাহাবীদের কাছে যখন কোনো হাদীস জটিল মনে হতো, আমরা আয়িশা (রাঃ)-এর কাছে জিজ্ঞেস করতাম, আর তার কাছে সে বিষয়ে জ্ঞান পেতাম।”

রেফারেন্স:
সুনান তিরমিযী, হাদীস নং: 3883।

ইলম থেকে মাহরাম হওয়ার কারণ ও প্রতিকার

ইলম আল্লাহর পক্ষ থেকে এক মহান নূর ও আমানত।ইলমের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহকে চেনে, হক ও বাতিলের পার্থক্য বুঝে এবং দুনিয়া-আখিরাতে সফলতা অর্জন করে। কিন্তু অনেক সময় মানুষ বিভিন্ন গুনাহ, খারাপ অভ্যাস ও ভুল নিয়তের কারণে ইলমের বরকত থেকে মাহরূম হয়ে যায়। কেবল বই পড়া বা মুখস্থ করাই ইলম নয়; বরং ইলমের নূর অন্তরে প্রবেশ করা এবং তা দ্বারা আমল করা প্রকৃত ইলম।

ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

إِنَّ الْعِلْمَ لَيْسَ بِكَثْرَةِ الرِّوَايَةِ، إِنَّمَا الْعِلْمُ نُورٌ يَجْعَلُهُ اللَّهُ فِي الْقَلْبِ

“ইলম অধিক বর্ণনার নাম নয়; বরং ইলম হলো এমন এক নূর, যা আল্লাহ অন্তরে নিক্ষেপ করেন।”

ইলম থেকে মাহরূম হওয়ার কারণসমূহ:

১. গুনাহ ও নাফরমানি;

গুনাহ মানুষের অন্তরকে অন্ধকার করে দেয়। ফলে ইলমের নূর হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

كَلَّا بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ

“বরং তাদের কৃতকর্ম তাদের অন্তরের উপর মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে।”

— সূরা আল-মুতাফফিফীন: ১৪

ইমাম শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর উস্তাদ ওয়াকী‘ রহিমাহুল্লাহর নিকট স্মৃতিশক্তি দুর্বল হওয়ার অভিযোগ করলে তিনি বলেন—

شَكَوْتُ إِلَى وَكِيعٍ سُوءَ حِفْظِي
فَأَرْشَدَنِي إِلَى تَرْكِ الْمَعَاصِي
وَأَخْبَرَنِي بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ
وَنُورُ اللهِ لَا يُؤْتَى لِعَاصٍ

"আমি ওয়াকী'র নিকট আমার দুর্বল স্মৃতিশক্তির অভিযোগ করলাম। তিনি আমাকে গুনাহ বর্জনের উপদেশ দিলেন। এবং বললেন— ইলম হলো আল্লাহর নূর, আর আল্লাহর নূর গুনাহগারের কাছে দেওয়া হয় না।"

প্রতিকার:

(১)তওবা ও ইস্তিগফার করা

(২)চোখ, কান ও জিহ্বার গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা

(৩)নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করা ইত্যাদি।

২. নিয়তের অসুদ্ধতা:

যে ব্যক্তি দুনিয়াবি উদ্দেশ্যে, খ্যাতি বা মানুষের প্রশংসা পাওয়ার জন্য ইলম অর্জন করে, সে ইলমের বরকত থেকে বঞ্চিত হয়।

রাসূল ﷺ বলেছেন—

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে অর্জনযোগ্য ইলম কেবল দুনিয়াবি স্বার্থের জন্য শেখে, সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না।"

— সুনান আবূ দাউদ, হাদীস: ৩৬৬৪

প্রতিকার:

(১)ইলম অর্জনের পূর্বে নিয়ত বিশুদ্ধ করা

(২)"আল্লাহর সন্তুষ্টি"কে একমাত্র লক্ষ্য বানানো

(৩)রিয়া ও অহংকার থেকে বেঁচে থাকা ইত্যাদি।

৩. আমল না করা :

যে ব্যক্তি ইলম অনুযায়ী আমল করে না, আল্লাহ তার ইলমের বরকত উঠিয়ে নেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

“তোমরা যা করো না তা বলা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত ঘৃণিত।”
— সূরা আস-সাফ: ৩
হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

الْعِلْمُ يَهْتِفُ بِالْعَمَلِ، فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا ارْتَحَلَ

“ইলম আমলকে আহ্বান করে। আমল সাড়া দিলে ইলম থাকে, নচেৎ ইলম চলে যায়।”
প্রতিকার:
(১)শেখা বিষয় দ্রুত আমলে পরিণত করা
(২)ছোট ছোট সুন্নাহ দিয়ে শুরু করা
(৩)ইলম অনুযায়ী জীবন গঠন করা ইত্যাদি।

৪. অহংকার ও আত্মপ্রশংসা:
অহংকারী ব্যক্তি সত্য গ্রহণ করতে পারে না। ফলে সে ইলমের কল্যাণ থেকেও বঞ্চিত হয়।
আল্লাহ তাআলা বলেন—

سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

“আমি আমার নিদর্শনসমূহ থেকে তাদের ফিরিয়ে রাখব যারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করে।”
— সূরা আল-আ‘রাফ: ১৪৬
প্রতিকার:
(১)বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করা
(২)উস্তাদ ও আলেমদের সম্মান করা

(৩)নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করা ইত্যাদি।

৫. সময়ের অপচয়:
অপ্রয়োজনীয় কথা, অতিরিক্ত ঘুম, মোবাইল আসক্তি ও বিনোদনে ডুবে থাকা ইলম অর্জনের বড় বাধা।
হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّمَا أَنْتَ أَيَّامٌ، فَإِذَا ذَهَبَ يَوْمٌ ذَهَبَ بَعْضُكَ

“হে আদম সন্তান! তুমি তো কয়েকটি দিনের সমষ্টি। প্রতিদিন অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে তোমার একাংশ চলে যাচ্ছে।”
প্রতিকার:
(১)সময়ের হিসাব রাখা
(২)পড়াশোনার রুটিন তৈরি করা
(৩)অপ্রয়োজনীয় মোবাইল ব্যবহার কমানো।

৬. খারাপ সঙ্গ:
খারাপ বন্ধু ও গাফেল পরিবেশ মানুষকে ইলম থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।
রাসূল ﷺ বলেছেন—

الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ

“মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের উপর থাকে। অতএব তোমাদের প্রত্যেকের দেখা উচিত সে কাকে বন্ধু বানাচ্ছে।”
— সুনান আবূ দাউদ, হাদীস: ৪৮৩৩
প্রতিকার:
(১)নেককার ও তালিবুল ইলমদের সঙ্গ গ্রহণ করা
(২)দ্বীনি মজলিসে উপস্থিত থাকা
(৩)গাফেল বন্ধু থেকে দূরে থাকা।

৭. দুনিয়ার প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি:

অতিরিক্ত দুনিয়াপ্রীতি মানুষের হৃদয়কে কঠিন করে দেয় এবং ইলমের আগ্রহ কমিয়ে দেয়।

রাসূল ﷺ বলেছেন—

مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ فَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ

"যার প্রধান চিন্তা দুনিয়া হয়, আল্লাহ তার বিষয়গুলোকে বিক্ষিপ্ত করে দেন।"

— সুনান ইবনে মাজাহ, হাদীস: ৪১০৫

প্রতিকার:

(১)আখিরাতমুখী চিন্তা গড়ে তোলা

(২)যুহদ ও কনাআত অবলম্বন করা

(৩)মৃত্যুর কথা স্মরণ করা। ইত্যাদি।

ইলমের বরকত অর্জনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ আমল:

১. আল্লাহর নিকট দোয়া করা:
রাসূল ﷺ দোয়া করতেন—

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا

"হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট উপকারী ইলম প্রার্থনা করছি।"
— সুনান ইবনে মাজাহ, হাদীস: ৯২৫

২. কুরআনের সাথে সম্পর্ক মজবুত করা:
কুরআন ইলমের মূল উৎস। নিয়মিত তিলাওয়াত ও তাদাব্বুর অন্তরকে জীবিত রাখে।আল-কুরআন মানবজাতির জন্য আল্লাহ তাআলার সর্বশেষ ওহী, হিদায়াতের উৎস এবং মুমিনের জীবন পরিচালনার পূর্ণাঙ্গ বিধান। কুরআনের সাথে সম্পর্ক যত গভীর হবে, মানুষের ঈমান, আমল, চরিত্র ও আখিরাত তত সুন্দর হবে। কুরআন কেবল তিলাওয়াতের জন্য নয়; বরং বুঝা, চিন্তা করা, আমল করা এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়নের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে।
আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ

"নিশ্চয়ই এই কুরআন এমন পথ প্রদর্শন করে যা সর্বাধিক সরল ও সঠিক।"
— সূরা আল-ইসরা: ৯।

৩. উস্তাদের আদব রক্ষা করা:
সালাফগণ উস্তাদের অত্যন্ত সম্মান করতেন। আদব ছাড়া ইলমে বরকত আসে না।
ইমাম শাফেয়ী বলেন—

مَا تَعَلَّمْنَا الْعِلْمَ إِلَّا بِالتَّوَاضُعِ

“আমরা বিনয় ছাড়া ইলম অর্জন করিনি।”

৪. ধারাবাহিকতা বজায় রাখা:
অল্প হলেও নিয়মিত পড়াশোনা ইলমে দৃঢ়তা আনে।
রাসূল ﷺ বলেছেন—

أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ

“আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল হলো যা নিয়মিত করা হয়, যদিও তা অল্প হয়।”
— সহীহ বুখারী, হাদীস: ৬৪৬৪।

গুনাহ, অহংকার, খারাপ নিয়ত, আমলহীনতা ও দুনিয়ার মোহ মানুষের অন্তর থেকে ইলমের নূর কেড়ে নেয়। তাই একজন তালিবুল ইলমের উচিত সর্বদা নিজের নিয়ত শুদ্ধ রাখা, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা, ইলম অনুযায়ী আমল করা এবং আল্লাহর নিকট উপকারী ইলমের জন্য দোয়া করা।

উপসংহার

সকল সৃষ্টির মধ্যে বিশেষ করে মানুষকেই আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা জ্ঞান অর্জনের যোগ্যতা দান করেছেন।এর মাধ্যমে মানুষ যেমন তার পার্থিব প্রয়োজন পূরণের উত্তম পন্থা আবিষ্কার করতে পারে তেমনি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি এবং আখেরাতে সফলতা- ব্যার্থতার জ্ঞানও ধারণ করতে পারে। মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীর এই যোগ্যতা নেই।পশু পাখির জীবন প্রজন্ম থেকে প্রজন্মানতরে স্বভাবের গন্ডিতে বাধা। পক্ষান্তরে মানুষ শিক্ষা অর্জন করে এবং শিক্ষা দান করে, শিক্ষার মাধ্যমে অজানাকে জানার এবং জানা বিষয়কে কাজে লাগিয়ে অজানার সন্ধান করার যোগ্যতা একমাত্র মানুষেরই আছে।তাই পৃথিবীর শাসন ও নিয়ন্ত্রণের ভার তাদের উপর অর্পিত।

ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে ইলম অর্জন যুগোপযোগী এবং উন্নত করা প্রয়োজন। জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি দ্বীনি শিক্ষা অর্জনে সকলের সমানভাবে দক্ষতা ও যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। সভ্যতার উৎকর্ষের যুগে জাহেলিয়াতের ধ্যান ধারণা থেকে বিরত থাকার জন্য ইলম অর্জন তথা আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করা অবশ্যই কর্তব্য।

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা আমাদেরকে ইলমের গুরুত্ব বুঝার এবং ইখলাস ও আদবের সাথে ইলম অর্জন করার তৌফিক দান করুক। ইলম অনুযায়ী আমল করে দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জাহানেই কামিয়াবি দান করুক আমীন।

তথ্যসূত্র:

(১)https://ahlehaqmedia.com/
(২)https://www.alkawsar.com/bn/qa/answers/
(৩)https://www.quraanshareef.org/
(৪)https://ihadis.com/
(৫)https://share.google/Ua4sJsUNw7nAQ3Sl8
(৬)https://share.google/glolD4LHYftewR2Mz
(৭) তাফসিরে ইবনে কাসির।
(৮) মুসলিম শরীফ।
(৯)https://share.google/ilenbrJZuzpC6tLIR
(১০)ইলমের বিভিন্ন কিতাবাদি।
(১১)https://share.google/43BZqKEdgX2chavdR
(১২)ইলমে দ্বীনের গুরুত্ব ও ফযীলত (মুফতী মুহাম্মাদ আল-আমীন নূরী)।

(১৩)রিয়াযুস স্বা-লিহীন (ইমাম নববী রহ.)এর 'ইলম (জ্ঞান ও শিক্ষা) বিষয়ক অধ্যায়' (كتاب العلم)।

(১৪)সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম-এর কিতাবুল ইলম।

Assignment prepared by,
Sumaiya jannat
Id:23100120285
Batch:2310
Islamic online madrasah.